

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ওবিস তালিকায় কেলেকারির শেষ ছিল না তৃণমূলের

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

আমলো। উপেক্ষিত হয়েছিল আদালতের নির্দেশ। নতুন সরকার সেই অতীত মুছতে নতুন কমিশন গড়তে চায়। আসছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬।

রবিবার: তারাতলা কাণ্ডে মৃত্যু বেড়ে ১৬। কলকাতা পুলিশের



সিটের তদন্তে উঠে এসেছে প্ল্যান পাসে নানা বেনিয়ম। প্রেফতার হয়েছেন মেয়র ফিরহাদেব ও এসডি কালীচরণ ব্যানার্জী। এবার ফিরহাদেবের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ল তারাতলা থানায়।

সোমবার : কম টিকিট বিক্রি হওয়ায় শিয়ালদহ ডিভিশনের



আগরপাড়া, টিটাগড়, জগদল, বিরাটি, অশোকনগর, মঙ্গলদুপুর, ঢাকুরিয়া ও নিউ আলিপুর স্টেশন থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে দূরপাল্লার সরঞ্জাম টিকিটের বুকিং কাউন্টার। অনলাইনে টিকিট কাটা এই কারণ বলে মনে করছে রেল।

মঙ্গলবার : মঞ্চ ব্যবহার করে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার নওদার



বিধায়ককে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সবক শোখালেন মুখ্যমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। বললেন অন্য গুন্ডাদের মত অবস্থা করবেন হুমায়ুন। ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেই সুর নরম করলেন হুমায়ুন।

বুধবার: হলদিয়া পোন্টোকেমিক্যালসের ন্যাপথার পাইপ



লাইনে আগুন লেগে মৃত্যু হল স্থানীয় এক মহিলা। আহত হয় ১৭ জন। ক্ষতি হয় কিছু ঝুপড়ি ও দোকানের। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন ৫ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কারণ জানতে গড়া হয়েছে তদন্ত কমিটি।

বৃহস্পতিবার: পুরানো ১০০ দিনের কাজকে নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য



বিবাদকে পিছনে ফেলে ১ জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গে চালু হল ১২৫ দিনের ভিবি জি রামজি প্রকল্প। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে কাজের রূপরেখা। এই প্রকল্পে ৬০ শতাংশ বরাদ্দ দেবে কেন্দ্র, বাকিটা রাজ্যের।

শুক্রবার: জন্ম-মৃত্যুর জাল



স্যাটিফিকেট আটকাতে বিধানসভায় পাস হয়ে গেল দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অব বার্থস অ্যান্ড ডেথস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬। বদল আসছে নথিভুক্তি, সংরক্ষণ ও স্যাটিফিকেট প্রদানের নিয়মে।

● সবজাড়া খবর ওয়ালো

সরকারি স্কুলেও জাহাঙ্গীরের তোলাবাজি নতুন কেলেকারীর খোঁজ ফলতায়

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভার একদা বেতাজ বাদশা এবং ফলতার ত্রাস জাহাঙ্গীর খান এখন পুলিশ হেফাজতে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, দুর্ভরাজ, জোর করে জমিজমা দখল ইত্যাদির অভিযোগ আছে। আরো একটি অভিযোগ, জাহাঙ্গীর খানের লোকজনেরা সরকার অনুমোদিত মুক ও বধির আবাসিক বিদ্যালয় থেকেও তোলা তুলত। এমনকি এই বিদ্যালয়ে ডোনেশনের মাধ্যমে ব্ল্যাক মানিকে



হোয়াইট করার চেষ্টাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ এবং সম্পাদক পরিমল মণ্ডল। পরিমল বাবু জানান, ১৯৯৯ সালে এই মুক ও বধির আবাসিক

বিদ্যালয় আগে ছিল ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকে।

২০০৬ সালে তিনি বিদ্যালয়টি পুনরায় শুরু করেন দেবীপুর অঞ্চলের বাসুদেবপুরে। যেখানকার

স্থানীয় বাস স্টপেজের নাম বালির ব্রিজ। বিদ্যালয়ের পুরো নাম বাসুদেবপুর মুক ও বধির আবাসিক বিদ্যালয়।

বর্তমানে এখানে ৫ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ৫০ জন মুক ও বধির ছাত্রছাত্রী আছে। ১৫ জন আবাসিক থাকেন। তাদের শিক্ষা এবং খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছুই জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়। শিক্ষক ৬ জন এবং অন্যান্য কর্মচারী মিলে প্রায় ১২ জন এখানে কাজ করেন। পরিমল মণ্ডল অভিযোগ করেন, জাহাঙ্গীর খানের অনুগামী সমস্ত লোকজন বিশেষ করে ফলতা পঞ্চায়েত

সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আতিকুল্লা মোল্লা, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুকুল মণ্ডল, যুব সভাপতি সৌমিত্র মণ্ডল, পিঙ্কু খামার, দীপক চক্রবর্তী মাঝে মাঝেই বিদ্যালয়ে এসে হুমকি দিত এবং তোলা চাইতো। দেবার ইচ্ছা না থাকলেও মাঝেমধ্যে তাদের দাবি মানতে হয়েছে কারণ তা নাহলে যে কোন মুহুর্তে বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হতো। অভিযোগ কোথায় জানাতে যাব সেটাই ভেবে পাইনি কারণ সব জায়গাতেই তৃণমূলের লোকজন এবং যা কিছু হতো জাহাঙ্গীর খানের অঙ্গুলি হেলেন। এরপর **দুয়ের** পাতায়



নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে লোকসভা সচিবালয়ের গণতন্ত্র বিষয়ক সংসদীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (প্রাইড) এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের জন্য অভিযুক্তকরণ (ওরিয়েন্টেশন) কর্মসূচিতে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

— নিজস্ব চিত্র

পুলিশের কি এখনও হ্যাংওভার কাটেনি

ওঙ্কার মিত্র

মাস দুয়েক আগে পরে বাংলার পুলিশের তফাৎ কতটা? প্রায় প্রতিদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারীদের ধরপাকড় নিয়ে মহা শোরগোলার আড়ালে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সাধারণ মানুষ। অনেকেই প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা, এখন কি থানায় গেলে পুলিশ সহজে অভিযোগ নেবে? নিলেও কি তার ব্যবস্থা হবে? পুলিশ কি এখনও পণ্যবাহী গাড়ি থেকে তোলা তুলছে? থানায় থানায় কি এখনও ডাক মাস্টারের সক্রিয়? এসব জিজ্ঞাসা মানুষের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে দেখেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্তাদের ডেকে সম্প্রতি সুশাসনের পাঠ দিলেন। সাফ বলে দিলেন, কোনও অভিযোগ এড়াবেন না। কোনও তথ্য গোপন করবেন না। আশ্বস্ত করলেন, কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না। পুলিশ কর্তারা এসব শুনলেন

বটে কিন্তু তাদের এতদিনের অভ্যাস তারা বদলাতে পারেন কিনা তার উপর নির্ভর করছে আগামীর সুশাসন। যদিও পুলিশের মাস দুয়েকের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে বিগত ১৫ বছরের হ্যাংওভার কাটতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। যদি তা না হত তাহলে ভবানী ভবনে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত বন্দোপাধ্যায়ের গাড়ির দুদিকে পাদিনাতে অর্ধেক ভাবে দাঁড়িয়ে লোকজন খোদ আলিপুরের মত জায়গা দিয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে গেল কিভাবে। ট্রাফিক পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তা আটকালো না কেন? ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনা অনুমতিতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তৃণমূলের লোকজন মাপজোপ করলো। পুলিশ অন স্পট ব্যবস্থা নিল না কেন? সাধারণ মানুষ যদি এভাবে নিয়ম ভঙ্গ করতে তাহলে পুলিশ কি একই আচরণ করতো?

এরপর **দুয়ের** পাতায়

পার্কসার্কাস-সন্তোষপুরের পর এবার বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে তোলা টাকার তদন্ত হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি রেল দপ্তর রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার স্থাপিত হবার পর একের পর এক রেলস্টেশনে অবৈধ দখলদারদের হটিয়ে দিয়ে সাফ করার কাজ করে চলেছে। শিয়ালদহ-বজবজ দক্ষিণ শাখার সন্তোষপুর রেলস্টেশনকে দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে দীর্ঘদিন পর। যে সন্তোষপুর স্টেশনে ট্রেন থামলে নামার জায়গা ছিল না এত দোকান তৈরি হয়েছিল। মাঝেমাঝেই এই সন্তোষপুর স্টেশনে আগুন লেগে যেত। পার্ক সার্কাস স্টেশনেরও হাল

ছিল আরো বেহাল। স্টেশন চত্বরে অবৈধ দখলদারদের যেমন প্রভাব ছিল তেমনি লাইনের দুদিকে অবৈধ বস্তু গজিয়ে উঠেছিল বাম জমানে থেকে। বালিগঞ্জ স্টেশনেরও একই হাল, বারবার এখানে রেল দপ্তর উচ্ছেদ করতে চাইলেও স্থানীয় তৎকালীন তৃণমূল সরকারের ট্রেড ইউনিয়নের দাপটের ফলে রেল পুলিশ কিছুই করতে পারত না।



আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত তারিখ ধার্য করেছে রেল দপ্তর তার মধ্যে বালিগঞ্জ থেকে অবৈধ দখলদাররা উঠে না গেলে এখানেও

দখলদারদের নিয়ে সভা সমিতি করে গলা ফাটাবে। তাদের দাবি পুনর্বাসন না করে এই দরিদ্র মানুষদের উচ্ছেদ করা যাবে না। **ছবি :** অরুণ লোহা এরপর **দুয়ের** পাতায়

ADMISSION OPEN 2026-27

Shape your Future with Excellence

SVMCM, NSP, SC & ST, OASIS, AIKYASHREE AND VARIOUS GOVT. & NON-GOVT. SCHOLARSHIPS & STUDENT CREDIT CARD FACILITY AVAILABLE FOR DOMICILE STUDENTS OF BIHAR AND WEST BENGAL

Budge Budge Institute of Technology Kolkata

Nischintapur, Budge Budge, Kolkata - 138

EMPOWERING KNOWLEDGE

DIPLOMA | B TECH | M TECH | BCA | BBA | MBA

- INDUSTRY- ORIENTED CURRICULUM
- MODERN LABS & SMART CLASSROOMS
- HIGHEST PACKAGE 22 LPA
- SEPARATE GIRLS & BOYS HOSTEL, GYM, PLAYGROUND, POOL

JIMS Hospital

MANICKTALA | CENTRAL CAMPUS | NORTH KOLKATA

KP Mondal Rd, Buita, Budge Budge, Kolkata - 137

ADVANCING HUMAN HEALTH

MBBS | MD/MS | NURSING PHARMACY | PARAMEDICAL

- 1360 BEDS ADVANCED MEDICAL INFRASTRUCTURE
- MODERN HOSPITAL FACILITY
- PRACTICAL CLINICAL EXPOSURE
- SEPARATE GIRLS & BOYS HOSTEL, GYM, PLAYGROUND, POOL

JIMS Hospital

Kalyani Expressway, Karnamadhappur, Sodepur, Kolkata - 113

EXCELLENCE IN CARE AND EDUCATION

MBBS

- 450-BED TEACHING HOSPITAL, EXPANDING TO 1200
- INTEGRATED CURRICULUM
- 24-ACRE GREEN CAMPUS
- HANDS-ON TRAINING-LEARNING

ACCREDITATION:- NAAC, NBA, NABH

EXPERIENCED & DEDICATED FACULTY/ DOCTOR

STATE OF THE ART ARCHITECTURE

HOLISTIC DEVELOPMENT

GREEN CAMPUS

100% PLACEMENT ASSISTANCE

CENTRAL LIBRARY

TOWARDS A BRIGHT FUTURE

APPLY ONLINE

contact@bbit.edu.in
contact@jimsh.org
contact@jimsh-nk.org

www.bbit.edu.in
www.jimsh.org
www.jimsh-nk.org

ADMISSION HELPLINE:

BBIT: +91 8420123333, +91 9007118943, +91 9836888444
JIMSH: +91 9051323232, +91 9230968130, 033 6611 2222
JIMSH-NK: +91 9230966158, +91 9230972021, 033 3505 5555

SCAN TO APPLY



অর্থনীতি

বাজার মন্দ এবং স্থির

সঞ্জয় দত্ত

শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত আলোচনাতে বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিকিট উপরের দিকে ২৪,৫০০ এবং নিচের দিকে ২৬,৫০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী বাজার গত সপ্তাহে অর্থাৎ গতকাল নিকিট এক্সপায়ারিতে ওই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। আজ বুধবার দিনের শেষে এই লেখা যখন লিখছি তখন সূচক ২৪০০০-এর কাছাকাছি বন্ধ হয়েছে। আগামী সপ্তাহের জন্য একই রেঞ্জ থাকবে বলে আশা করছি।

ফান্ডামেন্টাল কারণগুলো মিশ্র থেকে নেগেটিভ বার্তা দিলেও এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত বাজার এখনো স্থির অর্থাৎ নিচের দিকে গেলে কেনা চলছে আবার উপরের দিকে গেলে সেলিং আসছে। গত সপ্তাহে একজন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ

ভারতীয় বাজার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বাজার এখন থেকে ২০ শতাংশ নিচের দিকে পড়ার সম্ভাবনা। তবে ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ অর্থের যোগান যদি সুস্থিত থাকে তবে সেই লেভেল আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। জুলাই মাসের ১ তারিখ পজিটিভ দিয়ে শুরু হয়ে গেছে বলে একটা আশার বাতাবরণ শুরু হয়েছে যে বাজার এই মাসে অন্ততঃ গত মাসের উচ্চতার উপর বন্ধ হবে। জুনের জিএসটি কালেকশন ১৪ শতাংশ বেশি হয়েছে যদিও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকার জন্য নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে।

অ্যাডভান্স ট্যাক্স বড় বড় ব্যাংকগুলো যেমন হারে জমা দিয়েছে তাতে বলা যেতে পারে আর্থিক স্থিতিবস্থা বাজার রয়েছে। এই মাসেই বিভিন্ন কোম্পানির রেজাল্ট বলে দেবে বাজারের দিশা কি হবে। যানবাহন বিক্রি র ক্ষেত্রে জুন মাসে দ্বিগুণ বিক্রি নিঃসন্দেহে ভালো খবর। এখন দেখার মুন্ডাস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি বাজারকে দিশা দেখাতে পারে কিনা!

স্কটিশ চার্ট কলেজে উন্নয়নমূলক পাঠক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কটিশ চার্ট কলেজে শুরু হচ্ছে টেলিভিশন সংবাদ পাঠ, সঞ্চালনা ও ডাটা সায়েন্সের দক্ষতা উন্নয়ন পাঠক্রম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট –এর তত্ত্বাবধানে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্কটিশ চার্ট কলেজে চালু হল দুটি স্বল্পমোয়াদি দক্ষতা উন্নয়নমূলক পাঠক্রম। ২ জুলাই কলেজের সেমিনার হলে এক অনুষ্ঠানে নতুন দুটি পাঠক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আখতার। উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. সুপ্রতিম দাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমা সেন, কোর্স কো-অর্ডিনেটর সাংবাদিক সুজিত রায়, কলেজের দুই প্রাক্তনী শিলাদিতা কর, মধুকবল্লভ চৌধুরী প্রমুখ।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. মধুমঞ্জরী মণ্ডল বলেন, ‘প্রথম পর্যায়ে চালু হচ্ছে টেলিভিশন সংবাদ পাঠ ও সঞ্চালনা এবং ডাটা সায়েন্স বিষয়ে পাঠক্রম। প্রতিটি কোর্সের মোয়াদ ৩৯০ ঘণ্টা এবং প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। প্রতিদিন ২-৬ ঘণ্টা করে ৫-৬ মাসের মধ্যে কোর্সগুলি শেষ করা হবে।’ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই

পাঠক্রমের জন্যে আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কোর্স শেষে প্রেসমেন্টও এখান থেকেই হবে। আগের দুটি ব্যাচ এখনই প্রস্তুত পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য। তিনি বলেন, ‘প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের কারিগরি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে। আপাতত দুটি কোর্স দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও আগামী দিনে আরও বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।’

উপাধ্যক্ষ ড. সুপ্রতিম দাশ বলেন, ‘বর্তমানে আধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রমে পঠনপাঠন হবে। স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়ারা যতো ভালোভাবে তা আয়ত্ত্ব করতে পারবে তত বেশি সফলতা পাবে এবং আজকের দিনে উচ্চতাই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। আমি মনে করি এই ধরনের পাঠক্রমের খুবই উপযোগিতা রয়েছে।’

কাজী মাসুম আখতার বলেন, ‘বর্তমান সময়ে টেকনোলজি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে এই দুটি কোর্সের গুরুত্ব অনেক বেশি এবং বই পড়া শুধু নয়, সাহসিকতা ও সততা এই দুটি বিষয় যে সাংবাদিকতার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন, সে কথাও বলেন।’

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমি মেহেবুব হাসান, পিতা- সামসেজ্জোহা, সাকিম-রামপুরহাট, আমার মক্কেলের কহত মতে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ সরকার, পিতা মৃত গিরিধারী সরকার, সাকিম-রামপুরহাট ডাকবাংলাপাড়া, পোঃ ও থানা-রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম। আমি বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট থানার অধীন শ্রীকলা মৌজার (জে.এল.নং-৭৮) ৮৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত ৬৬৮নং, ৬৬৩নং, ৬৬৯নং ও ৬৭৪ নং দাগে মোট ২২ শতক সম্পত্তি গত ইং-২৪/০৮/২০২১ তারিখ সম্পাদিত রামপুরহাট এ.ডি.এস.আর. অফিসের ৮৩৭৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে সুত্রত সরকার পিতা মৃত গিরিধারী সরকার, সাকিম-রামপুরহাট ডাকবাংলাপাড়া, পোঃ ও থানা-রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম কে সকল প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদত্ত।

নিমিত্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো আপত্তি বা দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ লিখিতভাবে নিয়় স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (B.L.& L.R.O. Rampurhat-1) নিকট জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে আইনানুগভাবে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

MAHABUB HASSAN (Advocate)
Survey Commissioner, Rampurhat Court, 8016127458

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমি মেহেবুব হাসান, পিতা- সামসেজ্জোহা, সাকিম-রামপুরহাট, আমার মক্কেলের কহত মতে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে ১। ইন্দ্রনী সেন হালদার, স্বামী-সুরজিৎ সেন, সাকিম-৪৫২, কালিতলা রোড, গড়িয়া, পোঃ লক্ষ্মরপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২। সুপণা হালদার, পিতা মৃত গোপিকা রঞ্জন হালদার, সাকিম-৪২৭/এ ভূবন মোহন রায় রোড, পোঃ-বড়িশা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমরা বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট থানার অধীন বালিয়া মৃত্যুঞ্জয়পুর (জে.এল.নং-০৪), নারায়নপুর (জে.এল.নং-০৩), একপাড়া (জে.এল নং-০২), খেদামারা (জে.এল নং-০১) মৌজায় গত ইং-১২/১০/২০১০ তারিখ সম্পাদিত বেহালা এ.ডি.এস.আর অফিসের ৬১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শুভ্রা হালদার স্বামী মৃত গোপিকা রঞ্জন হালদার, সাকিম-৪২৭/এ ভূবন মোহন রায় রোড, পোঃ-বড়িশা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা কে সকল প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা নিমিত্ত আমমোক্তার। নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো আপত্তি বা দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ লিখিতভাবে নিয়় স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (B.L.& L.R.O. Rampurhat-1) নিকট জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে আইনানুগভাবে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

MAHABUB HASSAN (Advocate)
Survey Commissioner, Rampurhat Court, 8016127458

স্কুলের চাল পাচারের চেষ্টা!

রবীন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানার থানার অন্তর্গত দ্বারিকনগরে গভীর রাতে সরকারি রেশনের চাল পাচারের চেষ্টার অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। রেশন ডিলার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে এই পাচারচক্র চলছিল বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে স্কুলের ভেতর থেকে থেকে চাল বোঝাই ভ্যান বের করার তোড়জোড় চলছিল। গ্রামবাসীদের



সন্দেহ এড়াতে চাল লোড করার সময় এলাকার আলো উদ্দেশ্যপ্রসোদিতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চালের ভ্যানটি রওনা দেওয়া মাত্রই রাস্তার লাইট আবার স্থানিয়ে দেওয়া হয়।

এই গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে চাল বোঝাই ভ্যানটিকে আটকানোর চেষ্টা করেন। চালক প্রথমে ভান খবর। এখন দেখার মুন্ডাস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি বাজারকে দিশা দেখাতে পারে কিনা!

থেকে চাল ধার নিয়েছিল। সেই ধারের চাল শোধ করতেই নাকি গভীর রাতে এই চালের বস্তাগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমনকি বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তিনি গ্রামবাসীদের চুপ থাকার এবং এই নিয়ে কোনো শেরগোল না করার অনুরোধ করেন বলে অভিযোগ।তবে ডিলারের এই ধারের চাল শোধ করার তত্ত্ব মানতে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের স্পষ্ট প্রশ্ন যদি চালের লেনদেন আইনি এবং সঠিকই হবে, তবে কেন দিনের আলো ছেড়ে রাতের অন্ধকারে, লাইট

বন্ধ করে চোরের মতো এই কাজ করা হচ্ছিল? পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এলাকার বিরোধী নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ কুমার জানা ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাত্ক্ষণিকভাবে নামখানা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এর আগেও রাতের অন্ধকারে অন্তত ৩-৪ বার একইভাবে চাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাউকে ধরা সম্ভব হয়নি। এবার হাতেনাতে প্রমাণ মেলায় তারা এই রেশন দুর্নীতির সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার দাবি করছেন। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে নামখানা থানার পুলিশ সেই সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং চালের উৎস ও গন্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্টেশন থেকে তোলা টাকার তদন্ত হোক

প্রথম পাতার পর কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ৩৪ বছর যখন বামফ্রন্টের শাসন ছিল তখনও রেলস্টেশন ছিল এবং অবৈধ দখলদাররা ছিল। তখন কেন এই সমস্ত অবৈধ দখলদার বা হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। কিছু যুবক অসাধু কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকতো। ড্রাগ, গাঁজা, হেরোইন প্রভৃতি অসাধু ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। রেল দপ্তর যখনই বিভিন্ন স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ চালাতে গেছে তখনই বাম জমানায় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা এবং ভূগমূল জমানায় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা সামনে চাল হয়ে দাঁড়াতো। আর শাসকদের তীব্রদার পুলিশও নিষ্ক্রিয় থাকতো।

রাজ্যে পালা বদলের পর ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ধামাকা হিসেবে রেল একের পর এক স্টেশন অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে সভা ভরাতে হতো। ভোটের

সময় এই সমস্ত অবৈধ দখলদাররা ছাপ্পা রিগিং-এর কাজেও যুক্ত থাকত। রেলের বিদ্যুৎ চুরি করে বিস্তিতে জলতো আলো। এমনকি পাকসার্কাস, সন্তোষপুর, আকড়া প্রভৃতি স্টেশন এর জায়গায় যারা দখলদাররা ছিল তাদের মধ্যে বেশ কিছু যুবক অসাধু কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকতো। ড্রাগ, গাঁজা, হেরোইন প্রভৃতি অসাধু ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। রেল দপ্তর যখনই বিভিন্ন স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ চালাতে গেছে তখনই বাম জমানায় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা এবং ভূগমূল জমানায় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা সামনে চাল হয়ে দাঁড়াতো। আর শাসকদের তীব্রদার পুলিশও নিষ্ক্রিয় থাকতো।

রাজ্যে পালা বদলের পর ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ধামাকা হিসেবে রেল একের পর এক স্টেশন অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে সভা ভরাতে হতো। ভোটের

করতে চাইছে বলেই খবর। অনেক সাধারণ নিত্যযাত্রীরা বলছেন, যে সমস্ত বামপন্থী এবং ভূগমূল পন্থী নেতারা এখন কুমিরের কায়া কাঁছে তারাি একটা শুরু করুক মডেল হিসেবে তাদের বাড়িতে বা রাস্তার ধারে যদি কোন নিজস্ব তাদের দোকান থাকে কোন উচ্ছেদ হওয়া দখলদারদের সেখানে স্থান দিক ব্যবসা করার জন্য। দেখি কতজন মানুষ এই প্রস্তাবে এগিয়ে আসে। আর অনেক মানুষ বলছেন যে, এখন যখন নতুন জমানায় অনেক কিছুই ফাইল খোলা হচ্ছে সিটি গঠন হচ্ছে তদন্ত করা হচ্ছে, আরো একটা বিষয় তদন্ত করুক রাজ্য সরকার বাম জমানা থেকে ভূগমূল জমানা পর্যন্ত বিভিন্ন রেলস্টেশনে যারা দখলদার ছিল তাদের কাছ থেকে কত টাকা তোলা তোলা হয়েছিল। অনেকেই বলছেন সেইটার যদি ঠিকভাবে তদন্ত হয় তাহলে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি সামনে আসতে পারে।

নতুন কেলেঙ্কারীর খোঁজ ফলতায়

প্রথম পাতার পর তৎকালীন বিডিও শানু বক্সী কোনও কিছু প্রকল্প অনুমোদন করেন জাহাঙ্গীর খানের লোকজন জেনে যেত এবং পরের দিনই তোলা চাইতে উপস্থিত হয়ে যেত। বিশেষ করে ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ আতিকুল্লা মোল্লা বহুবার জোর করে টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেছে। প্রথমদিকে ফলতায় যখন তমোনামা ঘোষ বিধায়ক ছিলেন তিনি অনেকবার আমাদের এখানে এসেছেন এবং খাবার পয়সা জোগাড় করে দেবার জন্য বিভিন্ন কোম্পানিকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে তাকে আর জাহাঙ্গীর খানের লোকজন ফলতায় ঢুকতে দেয় নি।

পরবর্তী সময়ে জাহাঙ্গীর খান বা তার নিজের লোক ফলতার বিধায়ক শঙ্কর নন্দর আমাদের একেবারেই পাভা দিত না। আমাদের বিদ্যালয়ে

চোকার জন্য একটা কালভার্টের রাস্তার প্রয়োজন ছিল এবং বাউডারি দেওয়ালেরও দরকার ছিল, বারবার আমরা তাদের দরকার করেছি কোন কিছুতেই বিধায়ক বা বিডিও গুরুত্ব নেননি। জাহাঙ্গীর খানের লোকজন প্রায় হুমকি দিত যে বিদ্যালয়টা তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক কত টাকা দিতে হবে বল। কিন্তু তাদের অন্যায় আদ্যাদের কাছে মাথা নত করিনি। ডায়মন্ডহারারে তৎকালীন এসপিদের মিডুন কুমার দে মারোমধ্যে এসেছেন, যারা হুমকি দিত তাদের ধমকও দিয়েছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে জাহাঙ্গীর খানের লোকজন আমাকে বলে প্রতি মাসে কয়েক কোটি টাকা দেওয়া হবে ডোনেশান হিসেবে তার বিনিময়ে বিদ্যালয় থেকে ঢেক ব্ল্যাক দিতে হবে সেই করে। তারা কার নামে পাঠাবে তা দরকার নেই। তার বিনিময়ে মাসে

৭% পাবেন। কিন্তু সেই অবৈধ অন্যায় আদ্যার আমার মেনে নিইনি। তারপর আমাকে হুমকি দেওয়া হয় ভোট মিটে যাক তারপর দেখব বিদ্যালয়কে কে বাঁচায়। এমন কি আমাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়। পরিসম মণ্ডল বলেন, এবারে যদি রাজ্যের পালা পরিবর্তন না হত তাহলে বোধহয় এতদিন আমি বেঁচে থাকতাম আর পারতাম না, বিদ্যালয়ও ওদের দখলে চলে যেত। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, যারা আপনাকে হুমকি দিতো বা তোলা নিয়েছে আপনাদের কাছ থেকে এখন তো গণতন্ত্র ফিরে এসেছে মুখামন্ড্রীও তে নতুন করে থানায় একআইহার করতে বলছেন আপনি কি সেই সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একআইহার করবেন? সেই প্রশ্নে পরিসম মণ্ডল বলেন হ্যাঁ, এবার ভাবছি ফলতা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একআইহার করব।

রামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্রের মৃত্যু

সুত্রত মণ্ডল, সোনারপুর : ৩০ জুন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মধ্যমগ্রামের দীপ্তাংশু মাহাতোর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তোলপাড় পড়েছে রাজ্যে। ফ্লাগ্ন থেকে গরম চা গলায় ঢেলে অসুস্থ তারপরেই মৃত্যু। হোস্টেলের ডাক্তারের বললেও হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে দুই হাউস মাস্টার তাকে রেখে দেন। তার বাবা-মা এসে দেখেন মুখ থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় দীপ্তাংশুর। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে মিশনের ডাক্তার বলা সত্ত্বেও কেন সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তাংশুকে বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল না? দুই হাউস মাস্টার কেন এতক্ষণ অপেক্ষা করলেন?

নরেন্দ্রপুর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ই-মেল মারফত গাফিলতির অভিযোগ করেছেন দীপ্তাংশুর বাবা। প্রধান শিক্ষক ইশতেশানন্দ জানান, ওই দুই হাউস মাস্টারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ওই দুই হাউস মাস্টারের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে তাদের কর্তব্যে গাফিলতি প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারী অফিসার। পরিবারের সদস্যরা জানান, ফুটবল ছিল তার নেশা। ৩ জুলাই বাড়ি ফিরে দিদি মঞ্জিমার সঙ্গে বসে বাকি খেলা দেখার পরিকল্পনা করেছিল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হবে ৫ জুলাই থেকে। বন্ধ রাখা হবে হোস্টেলও ভবন। কবে হোস্টেলে নিয়ে আসতে হবে তা পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হতেই মিশন কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিল। পুলিশ সূত্রের খবর, ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী একলপ্তে গরম চা পান করার ফলে ওই ছাত্রের খাদ্যনালি বলসে গিয়েছিল। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই প্রভাব। চিকিৎসকদের মতে ঘটনার পর দ্রুত চিকিৎসা হয়নি ওই ছাত্রের। ফলে আরো খারাপ হয়েছে পরিস্থিতি।

পুলিশের কি এখনও হ্যাংডার কাটেনি

প্রথম পাতার পর পথ বিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি জেলা পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবির মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম করে বেশ কিছুটা সমস্যা ধরে হুমকি দিয়ে নিরিপ্নে বাড়ি চলে গেলেম কি করে? পুলিশ কি তাঁর অপরাধ সম্পর্কে অবগত নয়। যদি থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করতে হল কেন? আমজনতা কি এভাবে পার পেয়ে যেত? পুলিশ কি কুলে গেছে আইন সবার জন্য এক নাকি আগের মত ব্যবস্থা নিতে নেতা নেত্রীমের মুখের দিকে চেয়ে থাকার অভ্যাস রয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের জন্য এসব মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এই হ্যাংডার যাত তাড়াতাড়ি কাটে ততই রাজ্যের জন্য মঙ্গল।

আবাসে দুর্নীতি!

প্রথম পাতার পর তাতে দেখা গিয়েছে, প্রকৃত উপভোক্তাদের অনেকের নাম তফিকায় নেই। আবার একাধিক ফলকে উপভোক্তার নামের জায়গায় ‘জেডজেডজেড’ কিংবা ‘এফএফএফ’-এর মতো শব্দ লেখা রয়েছে। ফলে কারা প্রকৃত সুবিধাভোগী, সেই নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

দেবাংশু পাতার অভিযোগ, আবাস প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে এ ধরনের অসংগতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ভুলো নাম ব্যবহার করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে কি না অথবা প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে অন্য কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

তিনি বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, প্রকল্পে যদি কোনও দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি প্রকৃত উপভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপও দাবি করেন তিনি।

এই অভিযোগ সামনে আসার পর আবাস প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং উপভোক্তা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বা দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।



সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৪ জুলাই – ১০ জুলাই, ২০২৬

মেঘ রাশি : মেঘ রাশির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করবে। আপনার ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপনাকে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। দীর্ঘ সময় পর বাড়িতে নিকটাত্মীয়দের আগমন একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করবে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিলম্ব ঘটাতে পারে।

বৃষ রাশি : অপ্রত্যাশিতভাবে সুখকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি যদি কোনো পলিসি বা বিনিয়োগে অর্থসাহায্য করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিন। সময়টি অনুকূল।

মিথুন রাশি : কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করবেন, যা থেকে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আপনি আপনার দৈনন্দিন কাজের বাইরেও কিছু নতুন তথ্য পাবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে, কাগজপত্র ভালোভাবে যাচাই করে নিন। অতীতের নেতিবাচক ঘটনাকে বর্তমানের উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না।

কর্কট রাশি : গ্রহের অবস্থান খুবই অনুকূল। আপনার কাজের প্রতি উৎসাহ আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। তরুণ-তরুণীরা তাদের প্রকল্প সম্পর্কিত কিছু অর্জন করে আনন্দিত হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে সমস্যা হতে পারে। এটি আপনার সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলবে। শাস্তভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

সিংহ রাশি : আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠার ইতিবাচক ফল পাবেন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সময়মতো সমাধান হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও কর্মজীবন-সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। মানসিকতার মানুষদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার সময় আপনার সিদ্ধান্তগুলোকে অগ্রাধিকার দিন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের শুরুতে আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো গুছিয়ে নিন, কারণ আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। একটি বিশেষ কাজ প্রায় শেষের দিকে। আপনার আয়ের উৎস বাড়বে। সচেতন থাকুন যে অপ্রয়োজনীয় ভুল বোঝাবুঝি আপনাকে বিচলিত করতে পারে। অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে সম্ভাবনা একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে।

তুলা রাশি : আপনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে নতুন সুযোগ পাবেন। যদিও কিছু লোক আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তাদের উপেক্ষা করে নিজের কাজ চালিয়ে যান। আপনি সাফল্য অর্জন করবেন। এই সময়ে করা কোনো ভ্রমণ ইতিবাচক ফল দেবে না। আপনার বর্তমান কাজে মনোযোগ দেওয়াই ভালো হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আপনি বেশ কিছুদিন ধরে যে কাজে কঠোর পরিশ্রম করছেন, এই সপ্তাহে তার ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। কোনো শুভকাজক্ষীর সাহায্য আপনাকে আশা জোগাবে। তরুণ-তরুণীরাও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও সক্রিয় ও মনোযোগী হবে। নেতিবাচক সংবাদ আপনাকে বিচলিত করে তুলবে।

ধনু রাশি : আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমর্থন পাবেন। সমস্ত পরিকল্পিত কাজ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে। আপনার সম্ভাব্যদের ভবিষ্যতের জন্য কথা কিছু পরিকল্পনাও সফল হবে। আবেগের পরিবর্তে মস্তিষ্ক ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। একজন সরকারি কর্মকর্তার সহায়তায় এর সমাধান হয়ে যাবে।

মকর রাশি : একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সঠিক সময়ের যথাযথ ব্যবহার আপনার সাপেক্ষের উপর নির্ভর করবে। এই সময়টি বিশেষ করে মহিলাদের জন্য অনুকূল, যারা তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত কাজকর্ম সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করবেন।

কুম্ভ রাশি : আপনি আপনার বেশিরভাগ সময় বাড়ি এবং পরিবারের আরাম-আয়েশের যত্ন নিতে ও তা বজায় রাখতে ব্যয় করবেন। আপনি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনাও করতে পারেন। বন্ধুরা যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে এবং আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এড়াতে, কোনো কাজ শুরু করার আগে তা পুনর্বিবেচনা করুন।

মীন রাশি : আপনার প্রতিপক্ষরা আপনার সামনে টিকতে পারবে না। আপনার বেশিরভাগ সময় গৃহস্থালীর কাজে ব্যয় হবে। আপনার সম্মান ও মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। আপনি ব্যয়েজোষ্ঠদের আশীর্বাদ ও স্নেহ পেতে থাকবেন। কোনো নতুন কাজ শুরু করার আগে দুবার ভাবুন। কখনও কখনও আপনার সন্দেহপ্রবণ স্বভাব আপনার এবং অন্যদের জন্য সমস্যা তৈরি করে।

শব্দবাক্যতা ৩৯৭

	১	২	৩
৪			
		৫	৬
৭			
		৮	৯
১০			
			১১
		১২	

শুভজ্যোতি রায

পাশাপাশি

১.সদ্বী ৪. বিলম্ব, তর ৫. যুদ্ধাদির অবসান করে সন্ধিস্থপান ৭. আজ্ঞা, হুকুম ৯. অনুপস্থিত ১০. আবহাওয়া, ওরোদার ১১. ইন্দ্রলুপ্ত, ১২. ধনুক।

উপর-নীচ

১. শত্রু ২. রাজশেখর বসু রচিত বিখ্যাত বাংলা অভিধান ৩. অর্থদণ্ড ৪. মন্দির, দেবতার পূজার স্থান ৬. নাপিত ৮. রাজবন্দ্য সহিতার টাকা ১০. সমুদ্র ১১. আসক্তি, মমতা।

সমাধান : ৩৯৬

পাশাপাশি : ২. ছোট নজর ৪. সংস্থান ৫. মনোজ ৭. লড়াই ৯. দমকল ১০. কলমবাড়ি।

উপর-নীচ :১১. বয়সকাল ২. ছোড়ন ৩. নরোত্তম ৬. জঙ্গলবাড়ি ৮. ইনকাম, ৯. দরজি।

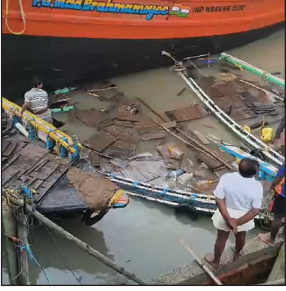
Alipur Barta: ০4 July - 10 July 20১6

রাস্তা সংস্কারের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী, **হাওড়া** : রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। পরিবর্তনের পরিবর্তন ঘটেছে। এবার হাওড়ার বিভিন্ন রাস্তার সংস্কারের অভাবে বেহাল দশা থেকে মানুষ মুক্তি চায়। এমনি এক রাস্তা হাওড়া ডোমজুড় সরকার ব্রাদার্স থেকে খাঁটোরা, রুদ্রপুর, দেউলপুর, খসমড়া বাজার হয়ে গঙ্গাধরপুর কালিতলায় ফটিকগাছি রোডে মিশেছে। বিদায়ী সরকারের সময় গঙ্গাধরপুর কালিতলা থেকে খসমড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার হলেও বাকি খসমড়া বাজার থেকে ডোমজুড় সরকার ব্রাদার্স পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার হয়নি। যদিও ভোটের আগে কিছু কিছু রাস্তার কাজ হলেও ভোটের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ডবল ইঞ্জিন

ডুবল ৩ যাত্রীবাহী নৌকা

রবীন দাস, **নামখানা** : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় ৩০ জুন সকালে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনা। অল্পের জন্য বড়সড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন বহু মানুষ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মাছধরা ট্রলার পরপর তিনটি যাত্রীবাহী নৌকায় ধাক্কা মারায় মুহূর্তের মধ্যেই ডুবে যায় নৌকাগুলি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নামখানার নারায়ণপুর জেটিঘাট এলাকায়। যদিও সৌভাগ্যবশত দুর্ঘটনার সময় নৌকাগুলিতে কোনও যাত্রী না থাকায় বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই নারায়ণপুর জেটিঘাট এলাকায় নৌযান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। ঘাটে একাধিক যাত্রীবাহী নৌকা দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক সেই সময়



‘মা ব্রহ্মময়ী’ নামে একটি মাছধরা ট্রলার নদীপথ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই যান্ত্রিক গোলযোগের মুখে পড়ে। ট্রলারের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেওয়ার পর চালক সেটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত বার্থ হয়।

নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রলারটি দ্রুত তীরের দিকে ছুটে আসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটি জেটিঘাট সংলগ্ন তীরে দাঁড়িয়ে থাকা পরপর তিনটি যাত্রীবাহী নৌকায় সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে নৌকাগুলি মুহূর্তের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে জলের মধ্যে ডুবে

শীঘ্রই আধুনিক রূপ নেবে হাসপাতাল : উমেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, **হাওড়া** : ভারতের মহান চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র রায়–এর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে পয়লা জুলাই দিনটি জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে বুধবার সকালে হাওড়া জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসকদের নিষ্ঠা, মানবিকতা ও নিরলস সেবার এক প্রদর্শন উদ্ভবে তিনি বলেন, স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন



রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। মূলতঃ সমাজে চিকিৎসকদের নিঃস্বার্থ অবদান এবং অক্লান্ত পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ। এর পাশাপাশি, জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে এদিন এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উলারলস হাওড়া জেলা হাসপাতালের প্রস্তুতি বিভাগে খাদ্য ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে এদিন প্রশ্ন করা হলে উমেশ রাই সাংবাদিকদের বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গুডা দমন বিল পাস

সরকার এই কাজ হাতে নিয়েছে ঠিকই কিন্তু কাজ চলাছে ধীর গতিতে। খাঁটোরা থেকে ডোমজুড় সরকার ব্রাদার্স পর্যন্ত বর্তমানে রাস্তার বেহাল অবস্থা। এই রুটে নিত্যযাত্রীদের একমাত্র ভরসা অটো ও টোটো। এই রোডে মূলত ছোট ও মাঝারি মানের যান চলাচল করে থাকে। এছাড়া দৌলতপুর অটো ও টোটো যাতায়াত করে। এলাকার মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীদের সকলের নতুন সরকারের কাছে দাবি যত দ্রুত সম্ভব রাস্তাটি সম্পূর্ণ সংস্কার করায়। না হলে এই বর্ষায় রাস্তাটি আরও যাতায়াতেরে অসুবিধা হবে। এখন দেখার সকলের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তাটি কতদিনে সম্পূর্ণ সরস্কার হয়।

শুরু করে। বিকট শব্দে আশপাশের মানুষ চমকে ওঠেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই এলাকাজুড়ে হইচই পড়ে যায়। ঘটনার পর স্থানীয় মৎস্যজীবী, নৌকার মাঝি এবং এলাকাবাসীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। উদ্ধার কাজ শুরু হয় তৎপরতার সঙ্গে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ওই সময় যদি নৌকাগুলিতে যাত্রী থাকতেন, তাহলে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারত। প্রতিদিন এই জেটিঘাট থেকে বহু মানুষ নদীপথে যাতায়াত করেন। বিশেষ করে সকালের দিকে কর্মসূত্রে বা প্রয়োজনীয় কাজে যাত্রীদের চাপ থাকে বেশি। ফলে কয়েক মিনিটের হেরফেরেই বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

এই দুর্ঘটনায় যদিও কোনও প্রাণহানির খবর নেই, তবে ক্ষতিগ্রস্ত নৌকাগুলির ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নৌকার মালিক এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ডুবে যাওয়া নৌকাগুলি উদ্ধারের জন্য স্থানীয় স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর দ্রুত প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যেই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা গোটা ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন। ট্রলারের যান্ত্রিক ত্রুটি কীভাবে ঘটল, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে কোনও তদন্ত ছিল কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনার পর ফের নদীপথে যাত্রী পরিবহণের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাছধরা ট্রলার এবং অন্যান্য নৌযানের নিয়মিত যান্ত্রিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত। পাশাপাশি জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা নজরদারি আরও জোরদার করার দাবিও উঠেছে।

হয়েছে। এর ফলে হিংসাত্মক বিক্ষোভে সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে, অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হতে পারে। সুতরাং, এর থেকেই পরিস্কার বাংলায় আগামীদিনে অরাজকতার পরিবেশ বন্ধ হবে। মানুষ শান্তিতে বসবাস করবেন। এদিন অন্য এক প্রদর্শন উদ্ভবে তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালগুলোতে হয়তো

অতো বকবকে পরিকাঠামো বা ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ থাকে না, কিন্তু সেখানকার ডাক্তার এবং নার্সরা অত্যন্ত দক্ষ ও গোয়া। অনেক সময় প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জামের অভাবে সরকারি ডাক্তাররা তাদের পুরো জ্ঞান বা দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন না, তবুও এই সীমিত সুযোগ–সুবিধার মধ্যেও তাঁরা যেভাবে দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন, তা প্রশংসনীয়। আগামীদিনে এই সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো আরও উন্নত করা হবে বলে তিনি জানান।

জেলায় জেলায় সিপিএম,কংগ্রেস ও আইএসএফের পতাকা তলে তৃণমূলপন্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থাৎ পালা পরিবর্তনের পর অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু এলাকায়। ৪ মে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। দুদিনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রুণিহিত এলাকায় রাতারাতি যে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস ছিল তা রং বদলে সিপিএম কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের অফিস হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এই সমস্ত মোড়গুলিতে বিজেপির পতাকার পাশে জয়গা করে নিচ্ছে সিপিএম, জাতীয় কংগ্রেস কিংবা আইএসএফ দলের পতাকা। এমন বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি মোড়। এখানে তৃণমূলেরই বারবাড়ন্ত ছিল। কিন্তু এই মোড়ে গিয়ে এখন চোখে পড়বে বিজেপি ও সিপিএমের পতাকা। এরপরে বিভ্‌লার মোড় এলাকা যেটোও সংখ্যালঘু অগ্রুণিহিত। তৃণমূল কংগ্রেসের যে কার্যালয় ছিল রাতারাতি কংগ্রেসের কার্যালয় হয়ে উঠেছে। এখানেও আইএসএফের পতাকা চোখে পড়ছে। চড়িয়ালএর আগে বাগমারি চেকপোস্ট এলাকায় বৃহৎ তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এখন জাতীয় কংগ্রেসের কার্যালয় হয়ে উঠেছে। এই মোড়ের আরো একটি তৃণমূল পন্থী কার্যালয় সেটা রাতারাতি লাল রং হয়ে সিপিএমের কার্যালয় হয়ে গেছে। চড়িয়ালে একসময় বাম আমলে ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপট ছিল।



কেউ বেছে নিচ্ছে কংগ্রেস কিংবা কেউ বেছে নিচ্ছে সিপিএম কোথাও বা আইএসএফ কোথাও বা হুমায়ূনের আমজনতা উন্নয়ন পার্টিকেও।

প্রসঙ্গত, বামপন্থীরা যতই বিজেপিকে গালাগালি করুক একথা অস্বীকার করার নেই যে যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতন না হত তাহলে তারা পতাকাই লাগাতে পারত না। এমনকি বিস্তার নির্বাচনে প্রার্থীও দিতে অপর্যাপ্ত ছিল। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের যা পরিস্থিতি আগামী

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ৩৬ শতাংশ ভোটের ভাগ বসাবে সিপিএম–কংগ্রেস–আইএসএফ এবং হুমায়ুন কবিরের দলা। আর যতদিন যাবে হিন্দু সনাতনীদের ভোট আরো একাবদ্ধ হয়ে বিজেপিকে আরো চাঙ্গা করে তুলবে। কারণ ২০৮ জন বিধায়ক নিয়ে বিজেপি সরকার গড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আগামী ৫ বছর একাবদ্ধভাবে চলবে বিজেপির সরকার, তা ভাদ্দার মতো কোনো বিরোধী শিবিরের শক্তি নেই।

আইসিডিএস–এ চাকরির টোপ প্রতারণা দুই তৃণমূলকর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, **গঙ্গাসাগর** : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে আইসিডিএস কেন্দ্রে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল সাগর থানার পুলিশ। বুধবার একটি নির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই দুজনকে পাকড়াও করে। ধৃতদের মধ্যে একজন হলেন গঙ্গাসাগরের কালীবাজার এলাকার বাসিন্দা আমিনা বেগম। তিনি পেশায় একজন আইসিডিএস কর্মী এবং সাগর ব্লকের আইসিডিএস–এর তৃণমূলপন্থী সংগঠনের নেত্রী। অন্যজন হলেন রায়দিঘির মধুসূদনচক্কের বাসিন্দা রাজকুমার গোস্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজকুমার নিজেকে আইসিডিএস–এর ‘জেলা সমন্বয়কারী’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন। অভিযোগ, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো। পুলিশ এদের গ্রেফতার করে এবং তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের

বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

সৌরভ নন্দর, **গঙ্গাসাগর** : সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবার গঙ্গাসাগরের চৌরঙ্গী মেডেরে কাছে চালু হল ‘বিধায়ক সেবা কেন্দ্র’। পয়লা জুলাই সন্ধ্যায় মহাসমারোহে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন সাগর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি



বিধায়ক সমুদন্ত মণ্ডল। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাগর কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সমুদন্ত মণ্ডল। বিধায়কের বাড়ি নামখানা ব্লকে হওয়ায়, সাগরদীপের বাসিন্দাদের

সুবিধার্থে এবং দ্রুত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে চৌরঙ্গী মোড়ে এই অফিসটি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বিধায়ক সমুদন্ত মণ্ডল। এরপর উপস্থিত দলীয় কর্মী–সমর্থকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক জানান, এই সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এখন থেকে সাগর বিধানসভার মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি সহায়তা পাবেন। এলাকার মানুষের সুবিধার্থেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।



ভাঙা হল ক্যাফে

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে ভাঙা হল শওকাত মোল্লার ছেলের অবৈধ ক্যাফে। অন্যদিকে ক্যানিং স্টেশন চত্বরে থাকা রেলের জায়গার উপরে হাজার খানেকের বেশি অবৈধ ব্যবসায়ীদেরকে নোটাস পাঠানো রেল। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ক্যানিং স্টেশনের উন্নয়ন তেমনভাবে হয়নি। ইংরেজ আমলে রেলের বিরাট এলাকা জুড়ে জমি অধিকৃত জমিগুলি দিনের পর দিন পড়ে থাকার কারণে তা দখল হয়ে যায়। সুন্দরবনের পর্যটনকে প্রসারের জন্য ক্যানিং থেকে বিভিন্ন ট্রেন ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও সকলেই চাইছেন উন্নয়ন হোক।

অন্যদিকে, ২ জুলাই প্রশাসনের তরফে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা শুরু হয় মাতলা নদীর চরে অবৈধভাবে তৈরি করা ‘অরগার কুল’ ক্যাফে। এই ক্যাফেটি ভাঙার পর তা সরকার অধিগ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাতলার চরে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের হটাতো প্রশাসনের তরফ থেকে নির্ধারীত সময়ের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম হওয়ায় বুলডোজার দিয়ে ক্যাফেটি ভেঙে দেওয়া হয়। অন্যদিকে শওকত মোল্লাকে এদিন জীবনতলা এলাকায় পুলিশ প্রহরায় ঘেরানো হয়। যদিও কোমরে দড়ি কিংবা পরনে হাফপ্যান্ট ছিল না। ছিল শুধুমাত্র চোর চোর স্লোগান!

০৪ জুলাই – ১০ জুলাই, ২০২৬ আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫.৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরিবিল্লির এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাজায় করে তুলতে সেদিনের শব্দচমন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গার্ডেনরীচ পুরসভার স্কুলগুলির শোচনীয় অবস্থা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গার্ডেনরীচ পুরসভা পরিচালিত কুড়িটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অংশ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সংস্কারের অভাব, পরিচালনার ত্রুটি ইত্যাদি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে চলছে বলে বেশ কয়েকটি অভিযোগ এসেছে আমাদের দপ্তরে। জানা গেছে, ফতেপুর ভিলেজ রোডে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে চলছে, গঞ্জাল ভর্তি, ড্রেন আর ডোবা দিয়ে চারিদিক ঘেরা। এই গৃহের সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন। লেলিন মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে আলো–বাতাস প্রায় বন্ধ এবং দুর্গন্ধময় ড্রেনের পাশে শ্রীরাম জুটমিলের একটি খুপরিঘরে অবস্থিত। এছাড়া, ব্লটারহাউস রোডে বালিকা বিদ্যালয়টিরও পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বড় সাহেবের হাট ও জল পানপের কাছে অবস্থিত বিদ্যালয়টির এ্যাসবেস্টারের চাল ভেঙ্গে গেছে ফলে, বর্ষার জলে মেঝে ভেসে যায়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা চালানো খুবই কষ্টকর হয়। পাহাড়পুর রোডে প্রাথমি বিদ্যালয় গৃহেরও যে কোন সময় চালের ঢালী খুলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পুরসভা নিজস্ব পাঁচটি বিদ্যালয় ছাড়া অবশিষ্টগুলির জন্য কেবল ঘরের ভাড়া মিটিয়েই খালি, উপরোক্ত সমস্যাবলীর প্রতি আদৌ কোন নজর নেই। আরো জানা গেছে, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজন মত উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের অভাবে শিক্ষাদান ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। লেলিন মেমোরিয়ালে প্রায় তিনশ ছাত্রছাত্রীর জন্য আট জন শিক্ষক নিযুক্ত অছেন, অন্যদিকে অনুকূপ সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য কৈলাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র চারজন শিক্ষক অছেন। আবার, কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যু ও অবসর গ্রহণের ফলে সৃষ্ট শূণ্যপদে এখনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি এবং কেউ ছুটিতে থাকলে তাঁর স্থানে নিয়োগ আদৌ করা হয় না। শিক্ষক পুরসভার পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা অবধি করা হয়নি। উপরোক্ত অব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে গত ৭৫–এর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে। এতে দেখা যায়, চারটি বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রছাত্রীই উত্তীর্ণ হয়নি, অন্য দুটি বিদ্যালয়ে এই হার এক বা দুটি। জনসাধারণের বক্তব্য, এইভাবে অসুবিধা ও অব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যালয় গুলি কত দিন চলবে?

১০ম বর্ষ, ৬ জুলাই ১৯৭৬, শনিবার, ৩০ সংখ্যা

বস্তিতে বুলডোজার

সুমন আদক, **হাওড়া** : হাওড়ার শালিমাের স্টেশন সংলগ্ন নেপালি পাড়া বস্তিতে রেলের জমি থেকে জবরদখলকারী সরাতে বুলডোজার নিয়ে অভিযান রেলের, এলাকায় উত্তেজনা। দক্ষিণ–পূর্ব রেলের হাওড়ার শালিমাের স্টেশন সংলগ্ন নেপালি পাড়া বস্তিতে অবৈধ দখলদারি হটাতো উচ্ছেদ অভিযান করলো রেল। মঙ্গলবার সকালে বুলডোজারের সাহায্যে এলাকায় অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালানো হয়। এদিন সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে বুলডোজার দিয়ে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজা পুলিশের বিশাল বাহিনী। শালিমাারের নেপালি বস্তির তাত্ত্বিক ঘরবাড়ি ও দোকান ঘর ভেঙে দেওয়া হয় ও গৃহহারা হন প্রায় হাজারখানেক মানুষ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এরা বসবাস করছিল। সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব, উচ্ছেদের প্রতিবাদে এখানকার পরিবারগুলোকে নিয়ে সরব হয়। রেলের দাবি অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরে রেলের জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছিল। রেল প্রশাসন জমি খালি করার জন্য একাধিকবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্ছেদ না হওয়ায় অভিযানে নামতে বাধ্য হয়। অভিযান চলাকালীন বহু বাড়ি, দোকান ও অবৈধ কাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং উদ্ধার হওয়া জমি ভবিষ্যতে রেল প্রকল্প এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হবে। উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলেও কড়া নিরাপত্তার কারণে গোটা অভিযান সুবিধপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হেন এবং রেলের জমিতে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অপরদিকে, উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাত্র ৫ দিনের নোটিশে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কমল দেবী নামে এক বাসিন্দা বলেন, প্রায় দুই প্রজন্ম ধরে এখানে বসবাস করছি। এত কম সময়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই অগ্রিম ২০ হাজার টাকা চাইছেন যা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ৪ সন্তানকে নিয়ে এখন কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। সারিত্রী মিসা জানান, অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে তিনি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। শ্রাবণী দাসের অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। দোকান ভেঙে দেওয়ায় সন্সার চালানো নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির দাবি, প্রশাসন তাঁদের জন্য বিকল্প পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী, ব্যাংক, জিআরপি, আরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান।

বলাগড়ের ঐতিহ্যবাহী নৌকা শিল্পের জন্য এক ঐতিহাসিক অঙ্গণে অভিজ্ঞ কারিগর পেশা করেন। তবে শুধু স্বীকৃতি পেলেই শিল্পের সংকট দূর হবে না। প্রয়োজন উন্নত বিপণন ব্যবস্থা, সহজ শর্তে ঋণ, মানসম্পন্ন কাঠের সরবরাহ, কারিগরদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দেশ–বিদেশে বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি। পাশাপাশি নৌকা নির্মাণকে কেন্দ্র করে হেরিটেজ পর্যটন গড়ে তুলতে পারলে বলাগড়ের অর্থনীতিতেও নতুন গতি আসতে পারে।

বলাগড়ের নৌকা আজ শুধু একটি পরিবহনের মাধ্যম নয়; এটি বাংলার নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা, লোকঐতিহ্য এবং কারুশিল্পের এক অমূল্য উত্তরাধিকার। জিআই স্বীকৃতি সেই ঐতিহ্যকে নতুন মর্যাদা দিলেও, এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে এখন প্রয়োজন সুপরিকল্পিত সরকারি উদ্যোগ, বাজার সম্প্রসারণ এবং সমাজের সম্মিলিত সহযোগিতা।

উত্তরের জাঁঙিনায়

বন্যা পরিদর্শনে মন্ত্রী

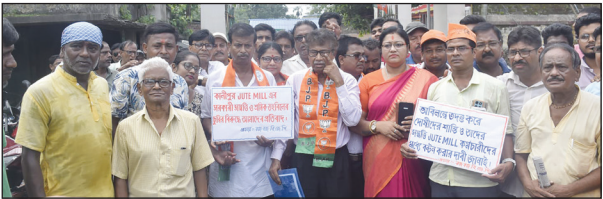
জয়ন্ত চক্রবর্তী, **শিলিগুড়ি** : বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রবল বর্ষণ চলছে। এই লাগাতার বৃষ্টির ফলে শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত মাটিকাটা ব্লক প্রায় বেহাল অবস্থা দেখা গেল এলাকার বহু ঘরবাড়িতে হাঁটুর থেকে কোমর পর্যন্ত জলে জবাকার জল বেরোানোর কোন পথই নেই। এলাকার কিছু মানুষ জমা জলকে বের করার চেষ্টা করে চলেছেন। এই অভ্যুতপূর্ব পরিস্থিতির খবর পেয়ে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন সেই একই স্তরে পৌঁছে পৌঁছে যান এবং তিনি জোকার সমান জলে সশরীলে গিয়ে সেই সমস্ত মানুষদের সাথে কিছু কথা বলেন এবং আশ্বাস দেন



২৭ জুন ইস্টার্ন বাইপাসে ফুলবাড়ী ভোলা মোড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাব গ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী পাকা রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা করেন। এই পাকা রাস্তা নির্মাণ হলে এলাকার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা হবে।

সেবাশ্রয় প্রকল্পে বেনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির প্রবর্তিত সেবাশ্রয় প্রকল্পে প্রচুর বেনিয়ম হয়েছে তার তথ্য তুলে ধরে বিষ্ণুপুর থানায় ১ জুলাই অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা তথা ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। অভিযোগে এক নম্বরে নাম আছে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এছাড়াও তার আশু সহায়ক সুমিত রায়, অয়ন ঘোষ দস্তিদার, জাহাঙ্গীর খান, বিধায়ক দিলীপ মন্ডল, বিধায়ক শামীম আহমেদ, সৌভম অধিকারী, মেহেবুব গায়েন, নবকুমার বেতাল সহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। মূলতঃ অভিজিৎ দাস ববি জানিয়েছেন, এই সেবাশ্রয় প্রকল্পে প্রচুর আর্থিক বেনিয়ম হয়েছে। চিকিৎসক নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়েছে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের দিয়ে এলোপ্যাথিক প্রেসক্রিপশন লেখা হয়েছে। নন রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের দিয়ে প্রেসক্রিপশন করানো হয়েছে। মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টরাও এখানে ডাক্তার সেজে ছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সরঞ্জাম আইন না মেনে ব্যবহার করা হয়েছে। তার আরো অভিযোগ এই সেবাশ্রয় প্রকল্পে সামান্য পারের চিকিৎসা করতে গিয়ে ভুল চিকিৎসার কারণে একজনদের পা বাদ দিতে হয়েছে। আমরা চাই পুলিশ সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিক। প্রসঙ্গত সেবাশ্রয় প্রকল্পে যে ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে সে নিয়েও অনেক প্রশ্ন আছে। ডায়মন্ডহারবারে মাটির তলা থেকে কয়েক কোটি টাকার ঔষধও উদ্ধার করা হয়। এই সেবাশ্রয় প্রকল্পে এত টাকা কোথা থেকে আসত সে নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অনেকেই বলছেন তাহলে কি সেবাশ্রয় প্রকল্পের নামে মানুষকে ঠোঁকা দিয়ে কালো টাকাকে সাদা করার কোনও পরিকল্পনা চলছিল?



২৯ জুন জেলার মহেশতলা পৌরসভায় নানা সমস্যার সমাধানের জন্য বিজেপির ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা এবং মহেশতলা বিজেপির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান দুলাল দাসের কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়। সভানেক্সটী সোমা ঘোষের নেতৃত্বে এই ডেপুটেশন হয়। উপস্থিত ছিলেন তমনাথ ভৌমিক ও মহেশতলা বিধানসভার বিভিন্ন মন্ডলের সভাপতি ও বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

চার মামলার জালে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক ও তার পুত্র

কল্যাণ রায় চৌধুরী, **খড়দহ** : ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে তোলপাড় করা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। খড়দহ থানায় চলতি মাসেই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, পানিহাটি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচিবতক নির্মল ঘোষ, তাঁর পুত্র তথা দোর্দণ্ডপ্রতাপ যুব তৃণমূল নেতা তীর্থঙ্কর ঘোষ (যিনি বিগত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন) এবং পানিহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-র বিরুদ্ধে মোট চারটি পৃথক ও চাঞ্চল্যকর মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এই মামলাগুলিতে নাম জড়িয়েছে মণীশ শুক্ল হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত রঞ্জিত পাল সহ একাধিক কল্যাণত সমাজবিরোধী ও দুর্কৃত্যরী।

পুলিশ সূত্রে খবর, চারটি মামলার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই খড়দহ থানার পুলিশ জয়ন্ত দাস ওরফে গোবিন্দ নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে প্রাক্তন বিধায়ক, তাঁর পুত্র এবং চেয়ারম্যান সহ বাকি অভিযুক্তরা গ্রেপ্তারের ভয়ে বর্তমানে পলাতক। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিডি) এবং খড়দহ থানার পুলিশ আধিকারিকরা যৌথভাবে পলাতকদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় হানা হলে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

মামলা রুজু হতেই ওসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ ও জমি মাফিয়া রাজুর বিরাট দুর্নীতি চক্রের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার বেআইনি জমি দখলের এক বিচ্ছেদক তথ্য সামনে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, পানিহাটি বিধানসভার অন্তর্গত ঘোলা থানার তৎকালীন ওসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ (যিনি বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের কালনা মহকুমার অধীনে নান্দনখাট থানার ওসি হিসেবে কর্মরত)-কে হত্যের পুতুল বাটিকে এলাকায় একচ্ছত্র রাজত্ব চালাতেন তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

অভিযোগ, নির্মল ঘোষ বিধায়ক ও মুখ্য সচিবতক

আরো খবর

শিয়ালদহে রেল পরিষেবার সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, **জগৎবল্লভপুর** : আরও আরামদায়ক যাত্রার পথে এক নতুন পদক্ষেপ। যাত্রীসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং ব্যস্ত সময়ের ভিড় কমানোর লক্ষ্যে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ উপনগরীয় রেল পরিষেবা় একাধিক নতুন ট্রেন ও ট্রেন সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাত্রীদের প্রয়োজনের বিস্তারিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই পরিষেবাগুলি ০৬.০৭.২০২৬ থেকে শুরু হবে।

ব্যস্ত রুটে যাত্রীদের জন্য উন্নত ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে নতুন এসি ইএমইউ লোকাল চালু হচ্ছে। ট্রেনটি বিধাননগর রোড, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি ও মধ্যমগ্রাম স্টেশনে থামবে। শিয়ালদহ থেকে সকাল ১০:৩৩-এ ছাড়বে এবং বারাসাত থেকে ১১:২৯ –এ ফিরতি যাত্রা শুরু করবে।

ট্রেন নং ৩৩৩১৯ বারাসাত–হাসনাবাদ এখন থেকে বারাসাতের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকেল ৫:২৪-এ ছাড়বে এবং সন্ধ্যা ৭:২০-এ হাসনাবাদে পৌঁছাবে। এতে মেট্রোর সঙ্গে আরও সহজ সংযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি বারাসাত-দমদম ক্যান্টনমেন্ট নতুন লোকাল পরিষেবাও চালু হচ্ছে।

এর ফলে পিক আওয়ারে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁ/হাসনাবাদমুখী তৃতীয় পরিষেবা চালু হবে, যা মেট্রো সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে দুটি নতুন পরিষেবা চালু হচ্ছে শিয়ালদহ (১৮:২০)-ডায়মন্ড হারবার

শিয়ালদহ–বাকইপুর লোকাল এখন

লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত চলবে। ট্রেনটি সন্ধ্যা ৭:৫৬-এ শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে রাত ৯:২৭-এ লক্ষ্মীকান্তপুর পৌঁছাবে। অন্যদিকে বাকইপুর–

সোনারপুর পরিষেবা এখন লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে

৯:৫০-এ শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে। এছাড়া ক্যানিং থেকে সকাল ১১:৩০-এ নতুন লোকাল পরিষেবা চালু হবে। বর্তমানে স্পেশাল হিসেবে চলা পরিষেবাগুলিকে নিয়মিত করা হবে।

শিয়ালদহ–বাকইপুর লোকাল এখন লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত চলবে। ট্রেনটি সন্ধ্যা ৭:৫৬-এ শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে রাত ৯:২৭-এ লক্ষ্মীকান্তপুর পৌঁছাবে। অন্যদিকে বাকইপুর–

সোনারপুর পরিষেবা এখন লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে

মনীষীদের মূর্তির অবমাননা চলেছেই

দেবাশিস রায়, **কাটোয়া** : সমাজ যতই ‘সভা’ হচ্ছে ততই যেন বর্বরতা, হিংস্রতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া এবার জাতীর জনকের মূর্তিও অবমাননার ঘণ্টাজেপি থেকে ক্ষুর করে ১ জুলাই সকাল থেকেই শহরজুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে। কাটোয়া শহরের স্টেনদানজার চৌরাস্তায় একটি সুউচ্চ বৌদীর ওপর ঘেরাটোপের মধ্যে সোনালী রংয়ের মোহনদাস কرمচাঁদ গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেই মূর্তিটিই এবারে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের শিকার হল! স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা মহাত্মা গান্ধীর এই মূর্তিটির মুখ কালো রঙের কাপড়ে ও মূর্তিটির ডানহাতের নোঁরা কাপড়ে ঢেকে দেয়। এমনতরো ন্যাকারজনক ঘটনাটি পথচারীদের নজরে পড়তেই শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পৌঁছায় কাটোয়া থানায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের তৎপরতায় মূর্তির ঢাকা মাথা থেকে কালো কাপড় সহ অন্যান্য নোঁরা কাপড়গুলিও দ্রুত সরিয়ে মূর্তিটি পরিষ্কার করা হয়। এ ঘটনায় শাসকদল বিজেপি থেকে শুরু করে বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএম, এসইউসিআই প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এলাকার সিসিক্যামেরার ফুটেজ দেখে অবিলম্বে দুর্কর্মকারীকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবিতে সর্বব হয়েছে শহরবাসী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তবে কাটোয়া শহরে মনীষীদের মূর্তির প্রতি অবমাননা নতুন কোনও ঘটনা নয়। দু’দশক আগে কাটোয়া শহরে রেডক্রস ভবন সংলগ্ন একমতর পার্কে স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের জনক বাবাসাহেব ভীমরাও রামাজি আশ্বেদকরের পূর্ণাবয়ব সুউচ্চ মূর্তিটির

একটি হাতও প্রায় রাতের অন্ধকারে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কাটোয়া শহরেই পানুহাট বাজারে রাস্তার ধারেই স্থাপিত রয়েছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মূর্তিটিকেও নানাভাবে অবমাননা করা হয়েছে। এককোণে স্থাপিত মূর্তিটির কাব্‌ত গার্মেইয়ে চলছে মাংস সহ শাকসবজির বিকিকিনি। শহরজুড়ে আরও অনেকে মনীষীর মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। মনীষীদের মূর্তির প্রতি এই অবমাননার তালিকাটা নেহাত হোট নয়। এখন প্রশ্ন হল; সমাজটা যেখানে ‘সভা’ সেখানে এধরনের অপকর্মে ইহন্দনাতা কে বা কারা? একইসঙ্গে এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে যে বা চর্যককে শহরের অলিগলি পুলিশের প্রতিনিয়ত টহলদারি সহ সিসিক্যামেরায় মুড়ে রয়েছে তা সত্বেও এধরনের দুর্কর্ম কীভাবে ঘটতে পারে? পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত নেমে একজন ভারসমাহীন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে।

১৫ বছর পর তারাপীঠ মন্দিরে নতুন কমিটি



হাবিব তানভির : দীর্ঘ ১৫ বছর পর তারাপীঠ মন্দির পরিচালনা কমিটিতে বড় পরিবর্তন এল। চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন পরিস্থিতিতে প্রবীণ সেবায়েতদের বৈঠকে গঠিত হয়েছে নতুন মন্দির কমিটি। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়এবং আহ্বায়ক হিসেবে তারক চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব পেয়েছেন। নবনির্বাচিত সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর বৈশাখ মাসে নতুন কমিটি গঠনের কথা থাকলেও তা মানা হয়নি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কয়েকজন সেবায়েত একাধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। সেই কারণেই পুরনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির অনাতম পরিকল্পনা, গর্ভগৃহের উচ্চতা প্রায় ১ ফুট কমিয়ে এমন ব্যবস্থা করা যাবে বাইরে থেকেই দর্শনাধীরা না তারার দর্শন করতে পারেন। তবে প্রতিমা আগের মতোই উঁচুতে থাকবে এবং স্পর্শ করে পূজো দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। প্রাক্তন সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ও নতুন কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

০৪ জুলাই – ১০ জুলাই, ২০২৬ আলিপুর বার্তা

পাটের সহায়ক মূল্য ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান বছরে (২০২৬-২৭) ১ জুলাই থেকে ভারত সরকার কাঁচা পাটের টিডি-৩ (মিডল গ্রেড) ভিত্তিতে ৫,৯২৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং জুট কমিশনারের অফিস ২০২৬-২৭ (জুলাই ’২৬ থেকে জুন ’২৭) ফসল বছরের জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রেড ভিত্তিক এমএসপি হার (টিডি-৩ ব্যতীত) ঘোষণা করেছে। টিডি-১-এর জন্য ৬৫২৫, টিডি-২-এর জন্য ৬৩২৫, টিডি-৪-এর জন্য ৫৫২৫ এবংটিডি-৫-এর জন্য ৫৩২৫ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া



৩ জুলাই কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সন্মেলনে জানিয়েছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কর্মসূচি রূপায়ণের পাশাপাশি জেসিআই প্রযুক্তি-নির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে পাট শিল্পকে শক্তিশালী করে তুলেছে। জাতীয় পাট বোর্ডের মাধ্যমে ভারত সরকারের জুট আই-কোয়ার প্রকল্পটি এখন তার দ্বাশ্রয় পর্যায়ে রয়েছে। আই.সি.এ.আর– ক্রাইজাফ, আই.সি.এ.আর-নিনফেট এবং জেসিআই-এর সহযোগিতায় উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচারণের মাধ্যমে ৫.৬ লাখেরও বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে সারা দেশে পাট চাষের

মজুমদার।

বীরভূমের জোড়া তকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার জন্য এ এক গর্বের মুহূর্ত। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী বাটিক এবং একতারা সম্প্রতি জিআই ট্যাগ লাভ করেছে। এই স্বীকৃতির ফলে শুধু এই দুই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের স্বাতন্ত্র্যই প্রতিষ্ঠিত হল না বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বীরভূম জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো সুদৃঢ় পরিচিতি লাভ



করবে। আবেদন প্রক্রিয়ার সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন পিনাকি ঘোষ এবং তাঁর দক্ষ গবেষক দল। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৫টি ঐতিহ্যবাহী পেশার জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন করা হয়েছিল এর মধ্যে বীরভূম জেলার ৩টি পণ্য ছিল – শান্তিনিকেতনের বাটিক, একতারা এবং শান্তিনিকেতন আলপনা। তার মধ্যে বাটিক এবং একতারা সফলভাবে জিআই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আলপনা বিবেচনা পর্যায়ে রয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই সেটিও পেয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে গবেষণা সহযোগী হিসেবে



সংরক্ষণে এই স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বীরভূম জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে আরো মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই অর্জন নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। শুভদীপ মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের জেলার বাটিকের আর একতারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে রবি ঠাকুরের অবদান। আজকে সরকারি স্বীকৃতি রবি ঠাকুরের সেই পাল্পম্বরকে এক অনাম্যাতা এনে দিল। বীরভূম জেলার ছেলে হিসাবে এই কাজের সথে যুক্ত থাকতে পারে আমি খুবই গর্বিত।’



করা হয়। পার্থ বাবু নিজের কষ্টার্জিত লটারির টিকিট দিতে অস্বীকার ও প্রতিবাদ করলে, অভিযুক্তরা তাকে অকথা ভাষায় গালিগালাজ করে, ব্যাপক মারধর করে এবং আয়োয়ন্ত্র উঁচিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে অন্যায়ভাবে আটকে রাখে।

২নং মামলা: প্রপাটি স্যাংশনের নামে লাখ লাখ টাকা তোলাবাড়ি

২৬ জুন ২০২৬ তারিখেই রাত ০৯:৪৫ মিনিটে খড়দহ থানায় দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর এফ.আই.আরটি (এফআইআর নম্বর: ৬৪৪) নথিভুক্ত করা হয়েছে। খড়দহ থানার ওসি ইন্দপেক্টর সোমা দত্তর তত্ত্বাবধানে এই মামলার তদন্ত শুরু করেছেন সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) গৌরব ব্যানার্জী।



সম্পত্তির অনুমোদনের (প্রোপাটি স্যাংশান) জন্য আবেদন করেন। অভিযোগ, আবেদনের পর পানিহাটি পৌরসভার আ্যিসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পিনাকী মজুমদার এবং সাব-আ্যিসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ ভৌমিক অসিত বাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কাজ হাসিল করতে হলে তাঁকে বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং তাঁর পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষের বাড়িতে যেতে হবে।

লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ: অভিযোগ, সেই মতো অসিত বাবু তাঁদের বাড়িতে গেলে বিধায়ক নির্মল ঘোষ ওরফে নান্দু না, তাঁর পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ ওরফে পুঁটি, সুবীর কর্মকার এবং হরানন দত্ত সরাসরি ২৫ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করেন। ভয়ে ও চরম মানসিক চাপে পড়ে অভিযোগকারী অসিত মুখার্জী

পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের যোগসাজশ:

মামলার অভিযোগকারী হলেন খড়দহ ঘোষগাড়া টি. এন. ব্যানার্জী রোডের বাসিন্দা শ্রী অসিত মুখার্জী। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৫ সালে, যখন অসিত বাবু পানিহাটি পৌরসভায় তাঁর একটি সম্পত্তির অনুমোদনের (প্রোপাটি স্যাংশান) জন্য আবেদন করেন। অভিযোগ, আবেদনের পর পানিহাটি পৌরসভার আ্যিসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পিনাকী মজুমদার এবং সাব-আ্যিসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ ভৌমিক অসিত বাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কাজ হাসিল করতে হলে তাঁকে বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং তাঁর পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষের বাড়িতে যেতে হবে।

২০২৬-এ পুনরায় হামলা: গত ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মারবার ১২:৩০ টা নাগাদ পুনরায় এই সশস্ত্র দুকৃত্য বাহিনী জয় সাহা এবং অন্যান্য বিজেপি কর্মীদের ওপর আয়োয়ন্ত্র ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দলীয় কর্মীদের নির্মমভাবে মারধর করা হয়। একআইআর-এ স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরো ঘটনাটি ঘটেছে তৃণমূল নেতা তীর্থঙ্কর ঘোষ ওরফে পুঁটির সক্রিয় নেতৃত্বেও উদ্দানিতোে।

এই মামলায় মণীশ শুক্ল হত্যা মামলার অন্যতম

অভিযুক্ত রঞ্জিত পাল ওরফে রানু সহ মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভক ও অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। ৪নং মামলা: গাড়ি ভাড়ার ব্যবসায় বাধা ও পৌর চেয়ারম্যানেের তাণ্ডব

গত ২৬ জুন ২০২৬ তারিখে দুপুর ০২:৩০

মিনিটে খড়দহ থানায় এই ৪ নম্বর এফআইআরটি

(এফআইআর নম্বর: ৩৪০) নথিভুক্ত করা

হয়েছে। এই মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে

সাব-ইন্সপেক্টর (এ) প্রসেনজিৎ হাটিগে।

ঘটনার বিবরণ: মামলার মূল অভিযোগকারী হলেন সোদপুর খড়দহের ৩৬৯ বঙ্কিমপল্লীর বাসিন্দা শ্রী দীপক দত্ত (পিতা: কার্তিক দত্ত)। দীপক বাবু ওই এলাকায় একটি গাড়ি ভাড়ার ব্যবসা পরিচালনা করেন। তাঁর অভিযোগ, গত সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে পানিহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে ওরফে ভদ্রাঘ হা তাঁর কাছে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা তোলা দাবি করেন।

কমিটি হলে আটকে রেখে মারধর: টাকা না দেওয়ায় সোমনাথ দে এবং তাঁর অনুগামীরা দীপক বাবুকে স্থানীয় আত্মাঘ্ন সংঘ ক্লাব-এর কমিটি হলে অন্যায়ভাবে আটকে রেখে অকথা ভাষায় গালিগালাজ করে, মারাত্মক ভয়ভীতি দেখায় এবং শারীরিক ও নৃংশভায়ে মারধর করে। পুলিশে জানালে বা টাকা না দিলে তাঁকে ভদ্রাঘ হা পরিচালিত সম্মুখীন হতে হবে বলে চরম হুমকি দেওয়া হয়।

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই খড়দহ ও ঘোলা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন গোপন ডেরায় তল্লাশি শুরু করেছে। ক্ষমতার অলিঙ্গনে থাকা এই প্রভাবশালী চক্রের পতনে সাধারণ মানুষ এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

ক্যান্টিনকর্মীদের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ক্যান্টিনকর্মীরা এবার পৌরসংস্থার সদ্য প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশ হাতে গ্রেপ্তার তার হওয়ায় পর তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করলেন। তাঁদের অভিযোগ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম তাঁদের মাসিক বেতনে ৫০০ টাকা বৃদ্ধির ফাইলে স্বাক্ষর করলেও নানান টালবাহানা করে ওই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ফাইল আটকে রেখেছিলেন।

কলকাতা পৌরসংস্থার ক্যান্টিনের কর্মীরা জানাচ্ছেন, তাঁরা এই ২৭ জন কর্মী মিলে কেন্দ্রীয় পৌরভবনের একতলাস্থিত

এই ক্যান্টিন পরিচালনা করেন। পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতি মাসে গড়ে কেউ সাড়ে ৬ হাজার, কেউ সাড়ে ৮ হাজার টাকা পান। ২০১৬ সালের পরে সাড়ে ১২ বছর হয়ে গেল, ক্যান্টিনকর্মীদের বেতন বাড়েনি। এই সমস্যা নিয়ে তাঁরা ফিরহাদ হাকিম মহানাগরিক হওয়ার পরে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সমস্যার কথা শুনে মহানাগরিক প্রতি ক্যান্টিনকর্মীদের বেতন প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে সেই ফাইলেও স্বাক্ষর করে দেন। কিন্তু ক্যান্টিনকর্মীরা জানান, মহানাগরিক স্বাক্ষর করার পরেও ওই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওই ফাইল বছরের পর বছর আটকে রেখেছিলেন।

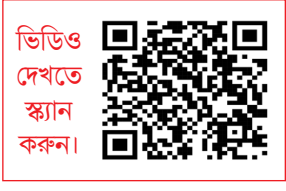
রামকমল সেন স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়াটিক সোসাইটি তাদের প্রথম নেটিভ পরিচালক রাম কমল সেনকে স্মরণ করলো তাঁর মৃত্যুদিনে। জয়পুরিয়া কলেজের যৌথ উদ্যোগে এশিয়াটিক



সোসাইটিতেই ৬০ জুনের এই আলোচনায় উঠে আসে তাঁর জীবনের বিভিন্ন কাহিনী। সোসাইটির উন্নতিতে তিনি বহু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং সোসাইটির উত্থবিল শক্তিশালী করতে পেরেছিলেন। ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের দেওয়ান হিসেবে ও তাঁর কর্কাও ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই বিষয়ে তুলে ধরেন শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক ড.

অরূপ মিত্র এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাংকের সংগ্রহশালার প্রধান ড. রামাকান্ত হোমস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেক্টেচেন্ট কর্নেল অনন্ত সিনহা। প্রাক্তন নুকুল হাসান অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রামকমল সেন ছিলেন একজন আধুনিক এবং সাবেক পরিবর্তনশীল মানুষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়পুরিয়া কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ড. মধুছন্দা লাহিড়ী, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপতী মুখার্জী সহ অন্যান্য দিকপাল অধ্যাপকেরা।



উদ্যোগপতিরা ফের আসতে চাইছেন : অশোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এমএসএমই দিবসের দিন এক অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মাঝারি, ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা বলেন, এতদিন পূর্বতন সরকারের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ চেম্বের বহু উদ্যোগপতিরা

ক্রততার সঙ্গে ফ্লাই ওভারের কাজ শুরু হবে যা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবে। তিনি এমসিসিআই-কে আমতায় ব্যবসায়ীক পণ্য করবার জন্য আহ্বান করেন। বণিকসভার সদস্যদের তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, একটি জানালার মাধ্যমেই সব অনুমোদন পাবে ব্যবসায়ীরা। যে



রাজ্য ছেড়েছে। কিন্তু এখন নতুন করে আবার কাজ শুরু করা হয়েছে। ‘ভোকাল ফর লোকাল’ এই কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন জেলায় ক্ষুদ্র উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের পরিচালিত সরকার প্রথমে রাস্তা উন্নয়নে জোর দিয়েছে কারণ রাস্তার উপরই শিল্প নির্ভর করে। হাওড়ার আমতায় খুব

কোনও বিষয়ে সমাধান ‘চ্যাট বক্স’-এর মাধ্যমে হবে। কোনও সিন্ডিকেটের খবর পেলেই ব্যবসায়ীদের সরাসরি অভিযোগ জানানোর কথা বলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আগে বাংলার লোক তারপরে অন্যান্যরা সুযোগ পাবেন। বণিকসভার সভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি একে অপরের সঙ্গে কাজ করবার আহবান জানিয়েছেন।

জানা-অজানা সফরে

শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি সংরক্ষণ জিরাট-বলাগড়ের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত

সুব্রত মণ্ডল

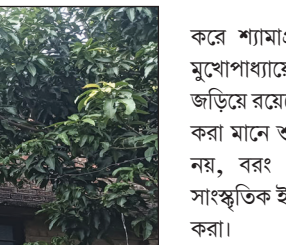
ইতিহাস কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ নয়; একটি জাতির আত্মপরিচয়, মূল্যবোধ ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম ভিত্তি। যে সমাজ তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে পারে, সেই সমাজই আগামী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার উপহার দিতে সক্ষম হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই হুগলির জিরাটে ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে যোষিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জিরাটে তাঁর সেতুভক্ত ভিটে এলাকায় ১২৫ ফুট উচ্চতার মূর্তি, পুরনো বাড়ির সংস্কার, স্মৃতিসৌধ, পার্ক ও গ্রন্থাগার নির্মাণের

যোষণা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের উপরে উঠে এই উদ্যোগকে ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা উচিত।



ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, সংসদীয় গণতন্ত্রের



করে শ্যামাপ্রসাদের ছোট ভাই বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম স্থানীয় উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ফলে এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা মানে শুধু একজন ব্যক্তিকে স্মরণ করা নয়, বরং একটি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা।

সরকারি উদ্যোগের ফলে যদি পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে জিরাট ও বলাগড় পর্যটনের মানচিত্রে একটি নতুন পরিচিতি পেতে পারে। ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটনের বিকাশ ঘটলে স্থানীয় হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র

মহানগরে হয়নি ড্রেজিং, কমেছে নাব্যতা

সিস্টেম সরাসরি সরোবরে এসে পড়ে। একসময়ে সরোবরে জলে মল ভাসতে দেখা গেছে। সরোবরে সিসিটিভির অভাব রয়েছে। এমন একাধিক সমস্যার বিষয়ে নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। পরে



মন্ত্রী সরোবরের আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দেন। সংবাদ মাধ্যমের সামনে অগ্নিমিত্রা বলেন, এখানে একাধিক সমস্যা রয়েছে। সেগুলি আমাদের সমাধান করতে হবে। সরোবরের জলের গুণগত মান ফেরাতে মূলত তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। সরোবরে লেক ক্লাব, বিআরসি মোট

আমাদের দেখতে হবে। ইলিগ্যাল্য কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের (এনজিটি) নিয়ম হল, লেকের নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে কনস্ট্রাকশন করা যাবে না, সেটাও তদন্ত করে দেখতে হবে। পাশাপাশি সরোবরের তলদেশ পরিষ্কারে বিগত ১৫ বছরের অধিক সময় ড্রেজিং হয়নি। সেজন্য মাঝে মাঝে

মরে যাচ্ছিল ‘পলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া থাকার জন্য। সেটা দেখতে হবে। যত্রতত্র গাছের পাতা ভাঁই করে ফেলা রয়েছে। ফুটপাথ এবেড়াখেবড়া হয়ে আছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের হাঁটাচলা করতে খুব অসুবিধা হয়। সেটাকে ঠিক করতে হবে। রোপণবাড় নিয়মমতো পরিষ্কার করতে হবে। সরোবরের ভিতরে যাতে কোনও ভাবে কেউ প্লাস্টিক নিয়ে না ঢোকেন, সে দিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখানকার কর্মীদের। সুলভ শৌচাগার (পে অ্যান্ড ইউজ)গুলি দেখতে হবে। পাশাপাশি এখানে সারমেয়দের যত্রতত্র খাবার দেওয়া হয়। জাতীয় সবুজ আদালতের (এনজিটি) নিয়ম ঠিক মতো মানা হচ্ছে না। জায়গাটা নোংরা হচ্ছে। সরোবরের নিরাপত্তাও জোরদার করা হবে বলে তিনি জানান। দক্ষিণ কলকাতার সকল কলকাতাবাসীকে যারা এখানে আসেন তাদের সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে এই সুন্দর জাতীয় সরোবরকে বাঁচাতে হবে।

নির্মাণস্থলে বিশেষজ্ঞ কমিটির ভিজিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিল্ডিং প্ল্যান কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে অনুমোদন করতে দিলে সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারকে নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানিয়ে ১০টি বিষয় পূরণ করতে হবে ‘গো-অ্যাহেড’ ফর্ম নামের পৃথক নতুন একটি ৩ পাতার আবেদনপত্র। ২৯ জুন এদিনয়ে জানিয়েছেন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক তথা পৌর মহাধক্ষা স্মিতা পাণ্ডে। কী কী আছে এই ফর্মে?

তিন পাতার আবেদনপত্রে: ১) প্লটের অ্যাসেসি নম্বর; ২) প্লটের প্রেমিসেস নম্বর, ওয়ার্ড নম্বর, বরো নম্বর; ৩) মালিকের নাম সঙ্গে স্টেটাস (প্রাইভেটেলি ওন্ড / লেসর / লাইসেন্স নম্বর), টিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল আইডি; ৪) আবেদনকারীর নাম সঙ্গে স্টেটাস (প্রাইভেটেলি ওন্ড/ লেসী/ লাইসেন্সী/ কনসিটিউটেড অ্যান্টিন), টিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল আইডি, এছাড়াও ৫) টেকনিক্যাল পার্সোনেলের বিবরণ : এলবিএস (লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার) বা আর্কিটেক্টের নাম (ক্লাস

ভিডি করে যেখানেই বিল্ডিং নির্মাণ হোক, বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের সেখানে স্পট ভিজিটে যেতে হবে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তাঁরা বিল্ডিং নির্মাণের সুপারিশ করবেন। কলকাতা পৌরসংস্থার হাই পাওয়ার কমিটি সেই সুপারিশ খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থার ৮০ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত তারাতলার ব্রেসব্রিজের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলকাতা পৌর এলাকার ১ – ১৬ প্রতি বরোর জন্য পৃথক-পৃথক ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতিটি কমিটিতে ১৫ জন করে সদস্য থাকবেন। পরিদর্শনের সময় কোনও ক্রটি ধরা পড়লে কমিটির সদস্যদের তা আবেদনপত্রে জানাতে হবে। তার ভিত্তিতেই নির্মাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পৌর প্রশাসক তথা মহাধক্ষা স্মিতা পাণ্ডে বলেন, ‘এখন কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে যে বরোভিত্তিক নির্মাণের তালিকা রয়েছে, তার উপরে ভিত্তি করে ‘গো-অ্যাহেড ফর্ম পূরণের কাজ চলবে।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে স্মারকপত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা পৌরসভার ‘নির্মল বন্ধু কর্মী’রা মাস মাইনা বৃদ্ধির দাবিতে ৬০ জুন উপ-পৌরপ্রধান আবুতালেব মোল্লার হাতে পাঁচ দফা সম্বলিত স্মারকপত্র তুলে দেন। ওই নির্মল বন্ধু কর্মীরা জানান, মহেশতলার ৩৫টি ওয়ার্ডে কমবেশি ১,২৭০ জন ‘নির্মল বন্ধু কর্মী’ ও ‘ক্লিন সিটি কর্মী’-রা প্রত্যেকে মাসে ২৬ দিন কাজে দীর্ঘ ১০ বছরের বেশি সময় যাবৎ মাত্র ৫,২৫২ টাকা বেতন পান। তাই বেতন বৃদ্ধিসহ পাঁচ দফা দাবিতে আজকের এই ডেপুটেশনে

গ্রহণ করে। তাঁরা মহেশতলার কেন্দ্রীয় পৌরসভা চত্বরে বাঁশি বাজিয়ে প্রতিবাদ জানান। তাদের দাবিতে রয়েছে বর্তমান বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাসমাইনা বৃদ্ধি, ইএসআই, পিএফসহ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে এককালীন আর্থিক সহায়তা এবং দুর্ঘটনায় বিমার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরা প্রত্যেকে মাসে ২৬ দিন কাজে দীর্ঘ ১০ বছরের বেশি সময় যাবৎ মাত্র ৫,২৫২ টাকা বেতন পান। তাই বেতন বৃদ্ধিসহ পাঁচ দফা দাবিতে আজকের এই ডেপুটেশনে

কর্মীদের দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। ‘নির্মল বন্ধু কর্মী’-রা বলেন, ক্রত দাবিগুলি পূরণ না হলে, তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। কাজ বন্ধ রাখবে। আমাদের মাসিক বেতন কমপক্ষে ১২ হাজার টাকা হওয়া উচিত আমরা দাবি করছি। আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু ‘নির্মল বন্ধু কর্মী’দের বেতন ১০ বছর ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য বেতন আবার শরীর খারাপ হলে বা একদিন কামাই হলেই সেদিনের বেতন কাটা হয়। এটা করা কী উচিত কাজ?



শুক হল বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি বৃহৎ মেলা নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। ব্যবস্থাপনায় শতবর্ষী ইন্ডিয়ান চেন্সার অফ কমার্স।



ছল দিবস : ৬০ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ছল দিবস পালন করা হবে। বাঁকড়া মুকুটমনিপুরে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ছবি : সুকান্ত কর্মকার



চেক প্রদান : ১ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার উদ্বোধন করে আরও একটি জনপ্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে, শিলিগুড়িতে আয়োজিত একটি জনসভায় সাংসদ রাজু বিস্তা কিছু সুবিধাভোগীর হাতে চেক তুলে দেওয়ার সম্মান লাভ করেন।

ছবি : নিজস্ব



ফুটবল ফিডার : প্রিয়জনের শেষকৃত্য করতে এসেও প্রিয় দলের খেলা ছাড়তে নারাজ ফুটবল প্রেমী বাঙালী। কাপীঘাট শ্মশানের কাছে।

ছবি : অভিজিৎ কর



বেআইনি : ২ জুন দুপুরে হাওড়া লিলুয়ায় সদর যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের ঘনিষ্ঠ বালির যুব নেতা সুবর্জিৎ চক্রবর্তীর সরকারি নর্দমা দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ পাটি অফিস বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন লিলুয়া থানার পুলিশ, সরকারি আধিকারিকরা, বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার বহু বাসিন্দা। বালির বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সিং বলেন, বেআইনিভাবে যেখানেই পাটি অফিস বা দোকান তৈরি করে জায়গা দখল করা হয়েছে সেইসব জায়গায় আর কোনওরকম ছাড় দেওয়া হবেনা। এলাকায় জল জমে থাকা বা অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা টিকমতো না দিতে প্যারার প্রধান কারণ হল এইসব বেআইনি দখল। তাই সমস্ত বেআইনি দখলদারি ভেঙে ফেলা হবে।

ছবি : নিজস্ব



বিক্ষোভ : হাওড়া ডোমজুড়ের বেগুড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভে সামিল মহিলারা।

ছবি : নিজস্ব



নতুন ট্রাম : ১ জুলাই এমসিসিআই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং-কে অভিনন্দন সংক্রান্ত একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মহানগরে এসি ট্রাম চালু করবে এবং নতুন রুটও চালু করবে। একটি আলোচনায় মন্ত্রী বলেন, সরকার আরআইটিইএস-কে জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছে, নিউটাইনেও ট্রামের রুট চালু করা হবে এবং অন্য একটি রুট দক্ষিণেশ্বর ও কাপীঘাটকে সংযুক্ত করবে। নতুন এসি বাস, ইলেকট্রিক এবং সিএনজি উভয়ই রাজ্য সরকারের বাসের তালিকায় যুক্ত করা হবে ও বৈদ্যুতিক বাসের জন্য একটি সামগ্রিক চার্জিং পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও কয়েকমাসের মধ্যে ৪৭০টি বাস কিনবে সরকার। তিনি চাঞ্চল্যকর দাবি করে জানান, বিগত সরকারের আমলে ৬০টি বাস পৌঁছলেও সেগুলি ফেলে রাখা হয়েছিল। ডিজেল চালিত বাসও সরকার কিনবে বলে জানান তিনি।

ছবি : বৃদ্ধদেব মিশ্র



পথটন : ক্ষুদীরাম অনুশীলন কেন্দ্রে চলছে পথটন মেলা। বিভিন্ন পথটন ব্যবসায় যুক্তরা একই ছাদের তলায় তাদের ব্যবসা তুলে ধরছে। একই জায়গায় হয়ে যাচ্ছে পথটনপ্রেমীদের তাদের যোগাযোগ। ভারত সরকারের পথটন দপ্তরে এই উদ্যোগকে সাুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

ছবি : নিজস্ব

আগুণ কাচে

দল যোগাণ

বিসিসিআই চলতি বছরের এশিয়ান গেমসের জন্য মহিলাদের ১৫ সদস্যের দল যোগাণ করেছে। দলের নেতৃত্বে থাকছেন হরমনপ্রীত কৌর। ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন স্মৃতি মাঞ্চানা। উল্লেখ্য, জাপানের আইটি-নাগোয়ায় এবছরের এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। চলবে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত। পুরো দল হল: হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মাঞ্চানা, শেফালী ভার্মা, জেমাইমা রডরিসেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, জি কমলিনী, ভারতী ফুলমালী, শ্রী চরণী, রেণুকা সিং ঠাকুর, ক্রান্তি সৌদ, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল, রাধা যাদব এবং নন্দিনী শর্মা।

অলিম্পিকে ভারত

ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি ভারত চতুর্থ দল হিসেবে প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেলা। পুরুষ দলকে লস অ্যাঞ্জেলেসের টিকিট সরাসরি নিশ্চিত করতে, এই বছরের শেষে পুরুষদের আই সি সি টি-টোয়েন্টি খাঙ্কিংয়ে এশিয়ার সর্বোচ্চ খাঙ্কিংধারী দল হিসেবে থাকতে হবে। উল্লেখ্য, ১২৮ বছর পর লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসে আবার ক্রিকেট ফিরতে চলেছে।

কোচের ইস্তফা

আয়ারল্যান্ডের পুরুষদের ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ আইনরিখ মালান তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন। দেশের মাটিতে ভারতকে সদস্যমণ্ড টি-২০ সিরিজে ২ – ০-তে হারানোর মাত্র একদিন পরেই তাঁর এই ঘোষণা। গ্যারি উইলসন নতুন কোচ হচ্ছেন বলে সে-একদের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে।

ভারতের বিদায়

ভারত, ব্যাডমিন্টন এশিয়া জুনিয়র মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে হংকংয়ের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। জাপানের ইয়াতসুশিমেতে, গতকাল, হংকংয়ের বিরুদ্ধে সার্বিক ১ – ২ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে ভারত।

নতুন ম্যানেজার

এনজো মারেস্কা, ম্যাক্সেস্টার সিটি-র নতুন ম্যানেজার হচ্ছেন। ইতালির ৪৬ বছর বয়সী মারেস্কা পেপ গুয়ার্দিওলার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ২০২৯ পর্যন্ত তিন বছরের প্রাথমিক চুক্তিতে দলের দায়িত্বে থাকবেন তিনি। এর আগে, চেলসি ও লিচেস্টারের মতো দলকে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

প্রথম সোনা

রোয়িং বিশ্বকাপে সোনা জিতে ইতিহাস গড়ল ভারত। রোয়িং-এ, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এটাই দেশের প্রথম সোনা জয়। সুইজারল্যান্ডের লুসার্নে আয়োজিত তৃতীয় রোয়িং বিশ্বকাপে, পুরুষদের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস বিভাগে ভারতের দুই খেলোয়াড় লক্ষ্য এবং উজ্জ্বল কুমার সিং প্রতিযোগিতায় দেশকে প্রথম সোনা এনে দেন। ফিনিশিং লাইনে পৌঁছতে তাঁরা সময় নেন ৬ দণ্ডী ২৬ মিনিট ৯ সেকেন্ড।

ভিশন ২০২৮

সিএবি, বাংলার ক্রিকেটারদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প ভিশন ২০২৮-এর প্রধান এবং ফার্স্ট বোলিং কোচ হিসেবে ভারতের প্রাক্তন ফার্স্ট বোলার অশোক দিন্দাকে নিয়ুক্ত করেছে। আগামী মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া এই ভিশন ২০২৮ কর্মসূচির জন্য স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে উৎপল চট্টোপাধ্যায়ের নামও ঘোষণা করেছে সিএবি।

২ গ্র্যান্ডমাস্টার

দাবায়, একইদিনে ভারতের দুই খেলোয়াড় গ্র্যান্ডমাস্টার শিরোপা অর্জন করেছেন। গোয়ার ১৪ বছর বয়সী দাবাড়ু ইহান ভাজ দেশের ৯৬তম এবং চেন্নাইয়ের ২২ বছর বয়সী দাবাড়ু জি বি হর্ষবর্মন ৯৭তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন।

পাঁচ শহরে ২৪ দলের ফুটবল মহারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্যবাহী আসর ডুরান্ড কাপের ১৩৫তম সংস্করণ শুরু হচ্ছে আগামী ২৫ জুলাই। এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম এই ফুটবল প্রতিযোগিতা চলবে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত। পাঁচটি শহর ও ছয়টি স্টেডিয়াম জুড়ে আয়োজিত হবে ২৪ দলের এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট, যা আবারও দেশের ফুটবলপ্রেমীদের নজর কাড়তে চলেছে।

এবারের ডুরান্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, ইম্ফল এবং শিলংয়ে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথম আয়োজক শহর হিসেবে যুক্ত হচ্ছে রাঁচি। কলকাতায় বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ হবে। এছাড়া রাঁচির বিরসা মুন্ডা স্টেডিয়াম, গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, ইম্ফলের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়াম এবং শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামেও অনুষ্ঠিত হবে বাকি ম্যাচগুলি।

দেড় শতকের কাছাকাছি পৌঁছেও ডুরান্ড কাপ তার আবেদন হারায়নি। বরং সাম্প্রতিক

বছরগুলোতে টুর্নামেন্টের পরিধি আরও বেড়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালে পূর্ব ভারতে স্থানান্তরের পর প্রতিযোগিতাটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৬ দলের টুর্নামেন্ট থেকে তা এখন ২৪ দলের বৃহৎ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। দেশের



ঐতিহ্যবাহী ক্লাব, সার্ভিসেস দল এবং উদীয়মান প্রতিভাদের এক মঞ্চে এনে ভারতীয় ফুটবলের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই প্রতিযোগিতা। ডুরান্ড কাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর বৈচিত্র্য। দেশের শীর্ষ ক্লাবগুলির পাশাপাশি

বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। গত কয়েক বছরে জাতীয় পর্যায়ে বাংলার পুরুষ টেবল টেনিসে যে পুনরুত্থান দেখা গিয়েছে, তার অন্যতম করিগর অন্ধুর। বয়সভিত্তিক বিভাগ থেকে সিনিয়র স্তর-সব ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক সাফল্য এসেছে তাঁর র্বাক্ট থেকে। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি ভারতীয় সিনিয়র দলে জায়গা করে নিয়েছেন।

বিশেষ করে ১২ বছর পর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাকে সিনিয়র বিভাগে রূপার পদক এনে দিয়ে নজর কেড়েছিলেন অন্ধুর। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের নিরিখে এশিয়ান গেমসের মূল দলে তাঁর সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল বলেই মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল দলে জায়গা হয়েছে মানব ঠক্কর, মনুশ শাহ, হরমিং দেশাই, পায়াস জৈন ও গুণশেখরন সাথিয়ানের।

রিজার্ভ তালিকায় রয়েছেন অন্ধুরের সঙ্গে বাংলার আর এক প্যাডলার রণিত ভঙ্গ। বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা ধরে রাখার প্রশ্নে অন্ধুরের এই সিদ্ধান্ত নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল। জাতীয় দলের সেরামোডায় পৌঁছে যাওয়া এক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বাংলার টেবল টেনিসের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে ক্রীড়ামহল।

আয়ারল্যান্ডে লজ্জার হার টিম ইন্ডিয়ার

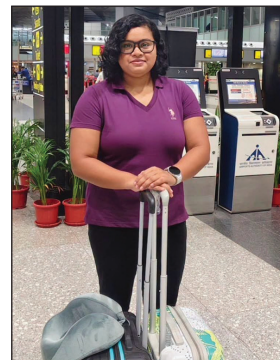
নিজস্ব প্রতিনিধি : আয়ারল্যান্ডের মাটিতে ইতিহাস গড়ল আয়োজকরা, আর ইতিহাসেরই ভুল অধ্যায়ে নাম লিখল ভারত। প্রথমবারের মতো টি-২০ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। এই হারের সঙ্গে শেষ হল ভারতের টানা ১৬টি টি-২০ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়ের রেকর্ড এবং প্রায় ১০৫০ দিনের আধিপত্য। আর এই বিপর্যয়ের পরই সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ভারতের প্রধান কোচ সৌতম গম্ভীর। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে সরিয়ে শ্রেয়স আইয়ারকে নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে দল নির্বাচন-সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বিশেষজ্ঞরা। আয়ারল্যান্ডের মতো তুলনামূলক কম শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যর্থতা মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। দুই ম্যাচেই ব্যাটিং ও কৌশলগত ভুলের খেপারত দিয়ে সিরিজ হারতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। সমালোচনার আগুন ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। সেই সুযোগে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি আইসল্যান্ড ক্রিকেট। নিজেদের এক শাবেক টুইটার হ্যাণ্ডেলে তারা কটাক্ষ করে লেখে, “আমরা নিশ্চিতভাবেই সৌতম গম্ভীরকে আমদের কোচিং স্টাফে চাই না। এই দল নিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে এমন ফল করার পর তাঁর পুরস্কার পাওয়া উচিত।” ব্যঙ্গাত্মক সেই পোস্ট মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জুরেকরও গম্ভীরের দল গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, দলে অতিরিক্ত অলরাউন্ডার রাখার বদলে একজন নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটারের প্রয়োজন ছিল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ভারতের টি-২০ দলে ভারসাম্যের অভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে কঠিন উইকেটে ব্যাট করার মতো দক্ষ ব্যাটারের ঘাটতি রয়েছে। মঞ্জুরেকরের মতে, দেশের মাটির ব্যাটিং-সহায়ক উইকেটে ভারতীয় ব্যাটাররা সফল হলেও বিদেশের বোলার-সহায়ক পরিবেশে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। সেই কারণেই তিনি শুভমন গিলকে ভবিষ্যতে আবার টি-২০ দলে ফেরানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর দাবি, গিলের টেকনিক ও ব্যাটিংয়ের গভীরতা কঠিন পরিস্থিতিতে দলের কাজে আসতে পারে। বেলফাস্টে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে মাত্র ১৫৫ রানের লক্ষ্যে তাড়া করতে নেমেও ১ রানে হেরে যায় ভারত। নতুন অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের প্রথম সিরিজই ব্যর্থতায় শেষ হওয়ায় নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে বৈভব সূর্যবংশীর মতো তরুণদের সুযোগ না দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের হতাশা পিছনে রেখে এবার ভারতের নজর ইংল্যান্ড সফরে। ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। তবে তার আগে সৌতম গম্ভীর ও টিম ম্যানেজমেন্টকে দল নির্বাচন, ব্যাটিং কমিশনন এবং নেতৃত্ব নিয়ে ওঠা একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হবে।

ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় জলকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাংলার জলকন্যা সায়নী দাস। জাপানে পৌঁছে ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সব কিছু অনুকূলে থাকলে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বের অন্যতম কঠিন সমুদ্রপথ সুগার্ক (সুগার্ক) চ্যানেলে নামবেন কালনার এই সাঁতাকা। সেই চ্যানেল জয় করতে পারলেই ‘ওশানস সেভেন’ সম্পূর্ণ করে ভারত তথা এশিয়ার প্রথম মহিলা ওপেন ওয়াটার সাঁতাক হিসেবে ইতিহাস গড়বেন তিনি।

পূর্ব বর্ধমানের কালনার বাকইপাড়ার বাসিন্দা সায়নী এবার ১৪৩ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন আন্তর্জাতিক এই অভিযানে। তবে সম্প্রতি জাপান ও আশপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্পের ঘটনাকে ঘিরে কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে বলেই আশাবাদী সায়নী ও তাঁর পরিবার। আত্মবিশ্বাসী সায়নীর কথায়, প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। সুযোগ পেলেই দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বেন তিনি। সায়নীর সাঁতারের পথচলা শুরু ২০০৫ সালে। পাড়ার পুকুর থেকে সুইমিং পুল-সব জায়গাতেই তাঁর প্রথম প্রশিক্ষক ছিলেন বাবা রাশেশ্যাম দাস। মা রূপালি দাসও

মেয়ের স্বপ্নপূরণে সমানভাবে পাশে থেকেছেন। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলা সাঁতার দলের হয়ে শর্ট সুইমিংয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। ২০১৬ সালে মুর্শিদাবাদের ৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে নজর কাড়েন। এরপর একের পর এক আন্তর্জাতিক সাফল্যে



সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কেরিয়ার। ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট চ্যানেল, ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। ২০২২ সালে হাওয়াইয়ের মলোকাই চ্যানেল পেরিয়ে এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসেবে সেই নজির গড়েন। ২০২৪ সালে নিউজিল্যান্ডের দুর্গম কুক স্ট্রেইট ও নর্থ চ্যানেল জয়

করার পর ২০২৫ সালে জিরাণ্টার চ্যানেলও অতিক্রম করেন। বাকি ছিল শুধু জাপানের সুগার্ক চ্যানেল। সেই লক্ষ্যেই এবার তাঁর লড়াই। প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুগার্ক চ্যানেল বিশ্বের অন্যতম কঠিন ওপেন ওয়াটার রুট। হিমশীতল জল, প্রবল স্রোত, উত্তাল ঢেউয়ের পাশাপাশি জেলিকিশ, টুনা মাছ এবং হাঙরের উপস্থিতিও সাঁতাকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কঠিন পরীক্ষার জন্য গত কয়েক মাস ধরে ভাগিরথী, পুরী সমুদ্র এবং সুইমিং পুলে নিয়মিত অনুশীলন করেছেন সায়নী। জাপানে পৌঁছেও কঠিন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কাজ। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ মোটেই সহজ ছিল না। মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে বাবা রাশেশ্যাম দাসকে। এমনকি বাড়ি বন্ধক রেখে ঋণও নিতে হয়েছে। তবে বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী, প্রশাসনের আর্থিকায়িক এবং সংস্কার সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। সায়নীর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনি খেলত্ৰী সন্মান এবং দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ আ্যাডভেঞ্চার সন্মান তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল আ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন।

ইতিহাস গড়ল বাংলার টিটি তারকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার টেবল টেনিসে আরও এক গর্বের অধ্যায় রচনা করলেন সিদ্দেল্লা দাস। এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসের ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার পর এবার ইউথ অলিম্পিকেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই একই ক্যালেন্ডার বছরে এশিয়ান গেমস এবং ইউথ অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতের প্রথম টেবল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ইতিহাস গড়বেন বাংলার এই প্রতিভাবান প্যাডলার। সম্প্রতি যুক্ত হল আরও এক পালক। দলের তালিকায় সিদ্দেল্লার নাম থাকায় উচ্ছ্বসিত বাংলার ক্রীড়ামহল। এর আগে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়



হিসেবে এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জন করেও নজর গড়েছিলেন তিনি। এবার সেই সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল আরও এক পালক। চলতি বছরের শুরুতেই জাতীয় পর্যায়ে নিজে অসাধারণ কর্মের প্রমাণ দিয়েছেন সিদ্দেল্লা।

জানুয়ারিতে বডোদরায় জাতীয় প্রতিযোগিতায় সার্বিক আর্থের সঙ্গে জুটি বেঁধে অনূর্ধ্ব-১৯ মিক্সড ডাবলসে সোনা জেতেন। পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সিঙ্গেলসেও চ্যাম্পিয়ন হন। ধারাবাহিক সাফল্যের পুরস্কার হিসেবেই এসেছে ইউথ অলিম্পিকে সুযোগ। জাপানের আইটি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমস এবং গ্লাসগোর কমনওয়েলথ গেমসের ভারতীয় দলেও জায়গা করে নিয়েছেন সিদ্দেল্লা। তাঁর সঙ্গে বাংলার আরও এক অভিজ্ঞ টেবল টেনিস খেলোয়াড় সূতীর্থা মুখোপাধ্যায়ও মূল দলে রয়েছেন। রিজার্ভ তালিকায় আছেন স্বস্তিকা ঘোষ।

ব্যাভেলে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ জুন সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে এক্সপের্ট বলাগড় ফিজিক্যাল কালচারাল ক্লাব ৫১ তম হুগলি জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বলাগড় যুব সংঘ ময়দানে প্রতিযোগিতায় সারাদিন ধরে ৫ থেকে ৬০ বছর উর্ধ্ব ১৮টি গ্রুপে ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ



চক্রবর্তীর একান্ত উদ্যোগে এই যোগ প্রতিযোগিতা হয়, তাঁর নিরন্তর পরিশ্রমে ও উৎসাহে এলাকার অসংখ্য প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুঁচুড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ, বিশ্র্ত্রী ভারোত্তলক দুর্গাদাস চ্যাটাজী ও যোগবিচারক শিশির চক্রবর্তী।

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

দেশলোকে

প্রকাশিত

ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে



www.alipurbarta.org



facebook.com/alipur.barta.5



9088703044



alipurbarta1966@gmail.com



alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন’হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com